পঞ্চদশ অধ্যায়

ভগবদ্ধামের বর্ণনা

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

প্রাজাপত্যং তু তত্তেজঃ পরতেজোহনং দিতিঃ ।
দধার বর্ষাণি শতং শঙ্কমানা সুরার্দনাৎ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; প্রাজাপত্যম্—মহান প্রজাপতির; তু—কিন্তু; হৎ তেজঃ—তাঁর শক্তিশালী বীর্য; পর-তেজঃ—অন্যের শক্তি; হনম্—নষ্টকারী; দিতিঃ—দিতি (কশ্যপের পত্নী); দধার—ধারণ করেছিলেন; বর্ষাণি—বৎসর; শতম্—শত; শঙ্কমানা—শঙ্কিত হয়ে; সুর-অর্দনাৎ—দেবতাদের পীড়াদায়ক।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! কশ্যপের পত্নী দিতি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর গর্ভস্থ সন্তান দেবতাদের ও অন্যদের পীড়াদায়ক হবে, তাই তিনি কশ্যপের শক্তিশালী বীর্য শত বৎসর ধরে ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরের কাছে ব্রহ্মাসহ দেবতাদের কার্যকলাপের ব্যাখ্যা করছিলেন। দিতি যখন তাঁর পতির কাছ থেকে শুনলেন যে, তাঁর গর্ভস্থ সন্তানেরা দেবতাদের উদ্বেগের কারণ হবে, তখন তিনি মোটেই সুখী হতে পারেননি। দুই প্রকার মানুষ রয়েছে—ভক্ত ও অভক্ত। অভক্তদের বলা হয় অসুর, এবং ভক্তদের বলা হয় সুর। কোন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন পুরুষ বা স্ত্রী অভক্তদের দ্বারা ভক্তদের নির্যাতন সহ্য করতে পারেন না। তাই দিতি তাঁর সন্তানদের জন্ম দিতে অনিচ্ছুক হয়েছিলেন; তিনি শত বৎসর প্রতীক্ষা করেছিলেন, যাতে অন্তত সেই সময়ের জন্য তিনি দেবতাদের অশান্তি থেকে রক্ষা করতে পারেন।

শ্লোক ২

লোকে তেনাহতালোকে লোকপালা হতৌজসঃ ।
ন্যবেদয়ন্ বিশ্বসৃজে ধ্বান্তব্যতিকরং দিশাম্ ॥ ২ ॥

লোকে—এই বিশ্বে; তেন—দিতির গর্ভের শক্তির দ্বারা; আহত—রুদ্ধ হয়ে; আলোকে—আলোক; লোক-পালাঃ—বিভিন্ন লোকের পালনকারী দেবতারা; হত-ওজসঃ—যার শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল; ন্যবেদয়ন্—নিবেদন করেছিলেন; বিশ্ব-সৃজে—ব্রহ্মা; ধ্বান্ত-ব্যতিকরম্—অন্ধকারের বিস্তার; দিশাম্—সর্বদিকে।

অনুবাদ

দিতির গর্ভের তেজের দ্বারা সমস্ত গ্রহে সূর্য ও চন্দ্রের প্রকাশ রুদ্ধ হয়েছিল, এবং বিভিন্ন লোকের দেবতারা সেই তেজের দ্বারা বিচলিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "সর্বদিকে এই অন্ধকারাচ্ছন্নতার কারণ কি?"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি থেকে মনে হয় যে, সূর্য ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহের আলোকের উৎস। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদ হচ্ছে যে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে অনেক সূর্য রয়েছে, তা এই শ্লোকে অনুমোদিত হয়নি। এখানে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে কেবল একটি সূর্য রয়েছে, যা সমস্ত গ্রহগুলিতে আলোক সরবরাহ করে। ভগবদ্গীতাতেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, চন্দ্র হচ্ছে একটি নক্ষত্র। বহু নক্ষত্র রয়েছে এবং আমরা যখন রাত্রে সেইগুলিকে ঝলমল করতে দেখি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, তারাগুলি হচ্ছে আলোকের প্রতিফলক। চন্দ্র যেমন সূর্যের আলোক প্রতিফলিত করে, অন্যান্য গ্রহগুলিও সূর্যের আলোক প্রতিফলিত করে, এবং অন্য বহু গ্রহ রয়েছে যেগুলি আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। দিতির গর্ভস্থ পুত্রের আসুরিক প্রভাব সারা বিশ্ব জুড়ে অন্ধকার বিস্তার করেছিল।

শ্লোক ৩

দেবা ঊচুঃ

তম এতদ্বিভো বেত্থ সংবিগ্না যদ্বয়ং ভৃশম্ ।
ন হ্যব্যক্তং ভগবতঃ কালেনাস্পৃষ্টবর্ত্মনঃ ॥ ৩ ॥

দেবাঃ উচুঃ—দেবতারা বললেন; **তমঃ**—অন্ধকার; **এতৎ**—এই; **বিভো**—হে মহান; **বেত্থ**—আপনি জানেন; **সংবিগ্নাঃ**—অত্যন্ত উদ্বিগ্ন; **যৎ**—যেহেতু; **বয়ম্**—আমরা; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **ন**—না; **হি**—যেহেতু; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ত; **ভগবতঃ**—আপনার (পরমেশ্বর ভগবানের); **কালেন**—কালের দ্বারা; **অস্পৃষ্ট**—অস্পৃষ্ট; **বর্ত্মনঃ**—যার পথ।

অনুবাদ

ভাগ্যবান দেবতারা বললেন—হে মহান্! এই অন্ধকার যা আমাদের উদ্বেগের কারণ হয়েছে, তা আপনি দেখুন। আপনি এই অন্ধকারের কারণ জানেন, যেহেতু কালের প্রভাব আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না, তাই আপনার কাছে কিছুই অজ্ঞাত নেই।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাকে এখানে বিভু ও ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন জড় জগতে ভগবানের রজোগুণের অবতার। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি বলে তিনি তাঁর থেকে অভিন্ন, এবং তাই কালের প্রভাব তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কালের প্রভাব যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎরূপে প্রকাশিত হয়, তা ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাদের মতো মহান ব্যক্তিদের স্পর্শ করতে পারে না। কখনও কখনও দেবতাদের এবং যে সমস্ত মহর্ষি এই প্রকার পূর্ণতা লাভ করেছেন, তাঁদের বলা হয় ত্রিকালজ্ঞ।

শ্লোক ৪

দেবদেব জগদ্ধাতর্লোকনাথশিখামণে ।
পরেষামপরেষাং ত্বং ভূতানামসি ভাববিৎ ॥ ৪ ॥

দেব-দেব—হে দেবতাদের দেবতা; **জগৎ-ধাতঃ**—হে বিশ্বের পালনকর্তা; **লোকনাথ-শিখামণে**—হে অন্য লোকসমূহের দেবতাদের শিরোমণি; **পরেষাম্**—চিৎ-জগতের; **অপরেষাম্**—জড় জগতের; **ত্বম্**—আপনি; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবেদের; **অসি**—হন; **ভাব-বিৎ**—অভিপ্রায় সম্বন্ধে অবগত।

অনুবাদ

হে দেবাদিদেব! হে বিশ্বের পালনকর্তা! হে অন্য লোকের দেবতাদের মুকুটমণি। আপনি চিৎ ও জড় উভয় জগতেরই সমস্ত জীবেদের অভিপ্রায় জানেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের প্রায় সমকক্ষ, তাই এখানে তাঁকে দেবতাদের দেবতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি যেহেতু বিশ্বের গৌণ স্রষ্টা, তাই এখানে তাঁকে *জগদ্ধাতঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সমস্ত দেবতাদের প্রধান, এবং তাই এখানে তাঁকে *লোকনাথশিখামণে* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। চিন্ময় ও জড় উভয় জগতেই যা কিছু হচ্ছে, তা তাঁর পক্ষে জানা কঠিন নয়। তিনি প্রত্যেকের হৃদয় ও প্রত্যেকের অভিপ্রায় জানেন। তাই তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল, সেই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য। কেন দিতির গর্ভ সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এই প্রকার উৎকণ্ঠার কারণ হয়েছিল?

শ্লোক ৫

নমো বিজ্ঞানবীর্যায় মায়য়েদমুপেয়ুষে ।
গৃহীতগুণভেদায় নমস্তেঽব্যক্তযোনয়ে ॥ ৫ ॥

নমঃ—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **বিজ্ঞান-বীর্যায়**—বল ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আদি উৎস; **মায়য়া**—বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **ইদম্**—ব্রহ্মার এই দেহ; **উপেয়ুষে**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **গৃহীত**—গ্রহণ করে; **গুণ-ভেদায়**—পৃথকীকৃত রজোগুণ; **নমঃ তে**—আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি; **অব্যক্ত**—অব্যক্ত; **যোনয়ে**—উৎস।

অনুবাদ

হে বল ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আদি উৎস, আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি। আপনি পরমেশ্বর ভগবান থেকে পৃথকীকৃত রজোগুণ স্বীকার করেছেন। বহিরঙ্গা শক্তির সহায়তায় আপনি অব্যক্ত উৎস থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনাকে আমরা সর্বতোভাবে প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

উপলব্ধির সমস্ত বিভাগের জন্য বেদ হচ্ছে আদি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। পরমেশ্বর ভগবান বেদের এই জ্ঞান প্রথমে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রদান করেছিলেন। তাই ব্রহ্মা হচ্ছেন সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আদি উৎস। তিনি সরাসরিভাবে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর চিন্ময় দেহ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুকে এই জড়

জগতের কোন জীব কখনও দর্শন করতে পারে না, এবং তাই তিনি সর্বদাই অব্যক্ত থাকেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মা অব্যক্ত থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি জড়া প্রকৃতির রজোগুণের অবতার, যা হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা ভিন্না প্রকৃতি।

শ্লোক ৬

যে ত্বানন্যেন ভাবেন ভাবয়ন্ত্যাত্মভাবনম্ ।
আত্মনি প্রোতভুবনং পরং সদসদাত্মকম্ ॥ ৬ ॥

যে—যাঁরা; ত্বা—আপনার উপর; অনন্যেন—অবিচলিত; ভাবেন—ভক্তি সহকারে; ভাবয়ন্তি—ধ্যান করেন; আত্ম-ভাবনম্—যিনি সমস্ত জীবেদের উৎপন্ন করেন; আত্মনি—আপনার নিজের মধ্যে; প্রোত—গ্রথিত; ভুবনম্—সমস্ত লোক; পরম্—পরম; সৎ—কার্য; অসৎ—কারণ; আত্মকম্—উৎপাদনকারী।

অনুবাদ

হে ভগবান, এই সমস্ত গ্রহ আপনার মধ্যে অবস্থিত, এবং সমস্ত জীব আপনার থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাই আপনি এই বিশ্বের কারণ, এবং যে ব্যক্তি অবিচলিতভাবে আপনার ধ্যান করেন, তিনি ভক্তি লাভ করেন।

শ্লোক ৭

তেষাং সুপক্বযোগানাং জিতশ্বাসেন্দ্রিয়াত্মনাম্ ।
লব্ধযুষ্মৎপ্রসাদানাং ন কুতশ্চিৎপরাভবঃ ॥ ৭ ॥

তেষাম্—তাঁদের; সু-পক্ব-যোগানাম্—পরিপক্ব যোগী; জিত—নিয়ন্ত্রিত; শ্বাস—শ্বাস; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়সমূহ; আত্মনাম্—মন; লব্ধ—প্রাপ্ত হয়েছেন; যুষ্মৎ—আপনার; প্রসাদানাম্—কৃপা; ন—না; কুতশ্চিৎ—কোথায়ও; পরাভবঃ—পরাজয়।

অনুবাদ

যাঁরা তাঁদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে তাঁদের মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করেছেন, সেই পরিপক্ব যোগীদের কখনও এই জগতে পরাজয় হয় না। কেননা এই প্রকার যোগসিদ্ধির প্রভাবে তাঁরা আপনার কৃপা লাভ করেছেন।

তাৎপর্য

যোগ অনুশীলনের উদ্দেশ্য এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, অভিজ্ঞ যোগী তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করার মাধ্যমে তাঁর ইন্দ্রিয় ও মনের উপর পূর্ণ সংযম লাভ করেন। তাই, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের ক্রিয়াই যোগের চরম উদ্দেশ্য নয়। যোগ অভ্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা। যাঁরা তা করছেন, বুঝতে হবে যে তাঁরা হচ্ছেন অভিজ্ঞ, পরিপক্ক যোগী। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মন ও ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করেছেন যে যোগী, তিনি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কৃপা লাভ করেছেন, এবং তাঁর আর কোন ভয় নেই। পক্ষান্তরে বলা যায়, মন ও ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করা যায় না। সেইটি প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হয় যখন কেউ পূর্ণরূপে কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হন। যাঁর ইন্দ্রিয় ও মন সর্বদা ভগবানের চিন্ময় সেবায় যুক্ত, তাঁর জড়জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ভগবদ্ভক্ত জগতের কোথাও পরাজিত হন না। উল্লেখ করা হয়েছে, *নারায়ণপরাঃ সর্বে* — যিনি *নারায়ণপর* বা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত, তিনি কখনও ভীত হন না, তা তাঁকে নরকেই পাঠানো হোক বা স্বর্গেই উন্নীত করা হোক (ভাগবত ৬/১৭/২৮)

শ্লোক ৮

যস্য বাচা প্রজাঃ সর্বা গাবস্তন্ত্যেব যন্ত্রিতাঃ ।
হরন্তি বলিমায়ত্তাস্তস্মৈ মুখ্যায় তে নমঃ ॥ ৮ ॥

যস্য—যাঁর; **বাচা**—বৈদিক নির্দেশের দ্বারা; **প্রজাঃ**—জীব; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **গাবঃ**—বৃষসমূহ; **তন্ত্যা**—রজ্জুর দ্বারা; **ইব**—যেমন; **যন্ত্রিতাঃ**—পরিচালিত হয়; **হরন্তি**—নিয়ে নেয়; **বলিম্**—পূজার উপকরণ; **আয়ত্তাঃ**—নিয়ন্ত্রণের অধীন; **তস্মৈ**—তাঁকে; **মুখ্যায়**—প্রধান পুরুষকে; **তে**—আপনাকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অনুবাদ

বৃষ যেমন তার নাসিকা সংলগ্ন রজ্জুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব বৈদিক নির্দেশের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না। যে প্রধান পুরুষ সেই বেদ প্রদান করেছেন, তাঁকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্র হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দেওয়া আইন। রাষ্ট্রের আইন যেমন লঙ্ঘন করা যায় না, তেমনই বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশও লঙ্ঘন করা যায় না। যে জীব তার জীবনের প্রকৃত লাভ প্রাপ্ত হতে চায়, তাকে অবশ্যই বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করতে হবে। যে সমস্ত বদ্ধ জীবাত্মা জড় ইন্দ্রিয়-সুখভোগের জন্য এই জড় জগতে এসেছে, তারা বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ঠিক লবণের মতো—তা খুব বেশি খাওয়া যায় না, আবার কমও নেওয়া যায় না, কিন্তু খাদ্য সুস্বাদু বানাবার জন্য লবণ গ্রহণ করা অপরিহার্য। যে সমস্ত বদ্ধ জীব এই জড় জগতে এসেছে, বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তাদের ইন্দ্রিয়সমূহের উপযোগ করতে হবে, তা না হলে তাদের আরও অধিক দুর্দশাগ্রস্ত জীবনে নিক্ষেপ করা হবে। কোন মানুষ অথবা দেবতা বৈদিক শাস্ত্রের মতো আইন প্রণয়ন করতে পারে না, কেননা বৈদিক বিধি-বিধান পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে।

শ্লোক ৯

স ত্বং বিধৎস্ব শং ভূমংস্তমসা লুপ্তকর্মণাম্ ।
অদভ্রদয়য়া দৃষ্ট্যা আপন্নানর্হসীক্ষিতুম্ ॥ ৯ ॥

সঃ—তিনি; ত্বম্—আপনি; বিধৎস্ব—অনুষ্ঠান করেন; শম্—সৌভাগ্য; ভূমন্—হে মহান প্রভু; তমসা—অন্ধকারের দ্বারা; লুপ্ত—স্থগিত রাখা হয়েছে; কর্মণাম্—নির্ধারিত কর্তব্যের; অদভ্র—উদার; দয়য়া—দয়া; দৃষ্ট্যা—আপনার দৃষ্টিপাতের দ্বারা; আপন্নান্—শরণাগত আমাদের; অর্হসি—সক্ষম; ঈক্ষিতুম্—দর্শন করতে।

অনুবাদ

দেবতারা ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করলেন—দয়া করে আপনি আমাদের প্রতি কৃপাপূর্বক দৃষ্টিপাত করুন, কেননা আমরা দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পতিত হয়েছি। এই অন্ধকারের ফলে আমাদের সমস্ত কর্ম লুপ্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে বিভিন্ন লোকের নিয়মিত কার্যকলাপ ও বৃত্তিসমূহ লুপ্ত হয়েছিল। এই গ্রহের উত্তর মেরুতে ও দক্ষিণ মেরুতে

কখনও কখনও দিন ও রাত্রির বিভাগ থাকে না; তেমনই, ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে যখন সূর্যের আলোক পৌঁছায় না, তখন সেখানেও দিন ও রাত্রির পার্থক্য থাকে না।

শ্লোক ১০

এষ দেব দিতের্গর্ভ ওজঃ কাশ্যপমর্পিতম্ ।
দিশস্তিমিরয়ন্ সর্বা বর্ধতেঽগ্নিরিবৈধসি ॥ ১০ ॥

এষঃ—এই; দেব—হে প্রভু; দিতেঃ—দিতির; গর্ভঃ—গর্ভ; ওজঃ—বীর্য; কাশ্যপম্—কশ্যপের; অর্পিতম্—স্থাপিত; দিশঃ—দিকসমূহ; তিমিরয়ন্—অন্ধকারাচ্ছন্ন করে; সর্বাঃ—সমস্ত; বর্ধতে—আচ্ছাদিত করে; অগ্নিঃ—আগুন; ইব—যেমন; এধসি—ইন্ধন।

অনুবাদ

অতিমাত্রায় ইন্ধন প্রয়োগের ফলে আগুন যেমন আচ্ছাদিত হয়ে যায়, তেমনই দিতির গর্ভে কশ্যপের বীর্য থেকে উৎপন্ন ভ্রূণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এই পরিপূর্ণ অন্ধকার সৃষ্টি করেছে।

তাৎপর্য

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে অন্ধকারের সৃষ্টি হয়েছিল, দিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে সৃষ্ট ভ্রূণকে তার কারণ বলে এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১১

মৈত্রেয় উবাচ

স প্রহস্য মহাবাহো ভগবান্ শব্দগোচরঃ ।
প্রত্যাচষ্টাত্মভূর্দেবান্ প্রীণন্ রুচিরয়া গিরা ॥ ১১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; সঃ—তিনি; প্রহস্য—হেসে; মহা-বাহো—হে বীর (বিদুর); ভগবান্—সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর; শব্দ-গোচরঃ—যাঁকে অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে জানা যায়; প্রত্যাচষ্ট—উত্তর দিয়েছিলেন; আত্ম-ভূঃ—ভগবান ব্রহ্মা; দেবান্—দেবতাদের; প্রীণন্—সন্তুষ্ট করে; রুচিরয়া—মধুর; গিরা—বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—দিব্য শব্দ-স্পন্দনের দ্বারা যাঁকে জানা যায়, সেই বিধাতা ব্রহ্মা দেবতাদের প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে, তাঁদের সন্তুষ্টি-বিধানের চেষ্টা করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা দিতির দুষ্কর্ম সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন, এবং তাই সেই পরিস্থিতিতে তিনি মৃদু হেসেছিলেন। উপস্থিত দেবতাদের বোধগম্য বাক্যের দ্বারা তিনি উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

ব্রহ্মোবাচ

মানসা মে সুতা যুষ্মৎপূর্বজাঃ সনকাদয়ঃ ।
চেরুর্বিহায়সা লোকাঁল্লোকেষু বিগতস্পৃহাঃ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—ভগবান ব্রহ্মা বললেন; মানসাঃ—মন থেকে জাত; মে—আমার; সুতাঃ—পুত্রগণ; যুষ্মৎ—তোমাদের থেকে; পূর্ব-জাঃ—পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিল; সনক-আদয়ঃ—সনক প্রমুখ; চেরুঃ—বিচরণ করেছিল; বিহায়সা—আকাশ-মার্গে; লোকান্—জড় ও চিৎ জগতে; লোকেষু—মানুষদের মধ্যে; বিগত-স্পৃহাঃ—কোন রকম বাসনারহিত।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার, আমার এই চার মানসপুত্র তোমাদের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারা কোন নির্দিষ্ট বাসনা ছাড়াই কখনও কখনও জড় আকাশে ও চিদাকাশে বিচরণ করে থাকেন।

তাৎপর্য

বাসনা বলতে লৌকিক বাসনা বোঝান হয়। সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমারের মতো মহাত্মাদের কোন জড় বাসনা নেই, তবে কখনও কখনও তাঁরা স্বেচ্ছায় ভগবদ্ভক্তির মহিমা প্রচারের জন্য ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিচরণ করেন।

শ্লোক ১৩

ত একদা ভগবতো বৈকুণ্ঠস্যামলাত্মনঃ ।
যযুর্বৈকুণ্ঠনিলয়ং সর্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥

তে—তাঁরা; একদা—একসময়; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; বৈকুণ্ঠস্য—শ্রীবিষ্ণুর; অমল-আত্মনঃ—সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে; যযুঃ—প্রবেশ করেছিলেন; বৈকুণ্ঠ-নিলয়ম্—বৈকুণ্ঠ নামক ধামে; সর্ব-লোক—সমস্ত জড় গ্রহের অধিবাসীদের দ্বারা; নমস্কৃতম্—পূজিত।

অনুবাদ

এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে তাঁরা পরব্যোমে প্রবেশ করেছিলেন, কেননা তাঁরা সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত ছিলেন। চিদাকাশে পরমেশ্বর ভগবানের ও তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের নিবাসস্থান বৈকুণ্ঠ নামক চিন্ময় লোক রয়েছে। সেই স্থান জড় জগতের সমস্ত লোকের অধিবাসীদের দ্বারা পূজিত।

তাৎপর্য

জড় জগৎ চিন্তা ও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। সর্বোচ্চ লোক থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পাতাললোক পর্যন্ত প্রতিটি লোকে প্রতিটি জীব চিন্তা ও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হতে বাধ্য, কেননা জড় জগতে কেউই নিত্য বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু জীব প্রকৃতপক্ষে নিত্য। তারা এক চিরস্থায়ী বাসস্থান চায়, কিন্তু জড় জগতে এক অস্থায়ী আবাস স্বীকার করে নেওয়ার ফলে, তারা স্বাভাবিকভাবেই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। চিদাকাশের গ্রহলোকগুলিকে বলা হয় বৈকুণ্ঠ, কেননা সেখানকার অধিবাসীরা সব রকম কুণ্ঠা থেকে মুক্ত। তাঁদের জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির কোন প্রশ্ন নেই, এবং তাই তাঁদের কোন রকম উৎকণ্ঠা নেই। পক্ষান্তরে, জড় গ্রহগুলির অধিবাসীরা সর্বদাই জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির ভয়ে ভীত, এবং তাই তারা উৎকণ্ঠায় পূর্ণ।

শ্লোক ১৪

বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বে বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্মেণারাধয়ন্ হরিম্ ॥ ১৪ ॥

বসন্তি—তাঁরা বাস করেন; যত্র—যেখানে; পুরুষাঃ—পুরুষগণ; সর্বে—সমস্ত; বৈকুণ্ঠ-মূর্তয়ঃ—পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর মতো চতুর্ভুজ রূপ-সমন্বিত; যে—সেই

সমস্ত বৈকুণ্ঠবাসী; **অনিমিত্ত**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনারহিত; **নিমিত্তেন**—কারণের দ্বারা; **ধর্মেণ**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **আরাধয়ন্**—নিরন্তর আরাধনা করে; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠলোকে সমস্ত অধিবাসীরা পরমেশ্বর ভগবানের মতো রূপ সমন্বিত। তাঁরা সকলেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনাশূন্য হয়ে, পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিময়ী সেবায় যুক্ত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বৈকুণ্ঠের অধিবাসীদের ও সেখানকার জীবনযাত্রার প্রণালী বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানকার অধিবাসীরা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের মতো। বৈকুণ্ঠলোকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ চতুর্ভুজ নারায়ণ হচ্ছেন প্রধান বিগ্রহ এবং বৈকুণ্ঠলোকের সমস্ত অধিবাসীরাও চতুর্ভুজ, যা এই জড় জগতের ধারণার অতীত। এই জড় জগতের কোথাও আমরা কোন চতুর্ভুজ মানুষ দেখতে পাই না। বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের সেবা ছাড়া আর কোন কৃত্য নেই, এবং সেই সেবা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয় না। যদিও প্রতিটি সেবারই বিশেষ ফল রয়েছে, ভক্তেরা কখনও তাঁদের নিজেদের বাসনা চরিতার্থ করার অভিলাষ পোষণ করেন না; ভগবানের প্রতি দিব্য প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করার মাধ্যমে তাঁদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়ে যায়।

শ্লোক ১৫

যত্র চাদ্যঃ পুমানাস্তে ভগবান্ শব্দগোচরঃ ।
সত্ত্বং বিষ্টভ্য বিরজং স্বানাং নো মৃড়য়ন্ বৃষঃ ॥ ১৫ ॥

যত্র—বৈকুণ্ঠলোকে; **চ**—এবং; **আদ্যঃ**—আদি; **পুমান্**—পুরুষ; **আস্তে**—আছে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **শব্দ-গোচরঃ**—বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে যাঁকে জানা যায়; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **বিষ্টভ্য**—স্বীকার করে; **বিরজম্**—নিষ্কলুষ; **স্বানাম্**—তাঁর স্বীয় পার্ষদদের; **নঃ**—আমাদের; **মৃড়য়ন্**—বর্ধনশীল সুখ; **বৃষঃ**—মূর্তিমান ধর্ম।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠলোকে আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বিরাজ করেন, এবং তাঁকে বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে জানা যায়। তিনি শুদ্ধ সত্ত্বময়, যাতে রজ ও তমোগুণের কোন স্থান নেই। তিনি ভক্তদের ধর্মীয় প্রগতি বিধান করেন।

তাৎপর্য

বেদের বর্ণনা শ্রবণ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পরব্যোমে পরমেশ্বর ভগবানের রাজ্যকে জানা যায় না। তা দেখার জন্য কোন বদ্ধ জীব সেখানে যেতে পারে না। এই জড় জগতেও কেউ যদি গাড়িতে করে কোন দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার মূল্য দিতে অক্ষম হয়, তাহলে সেই স্থানের কথা সে জানতে পারে প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে। তেমনই পরব্যোমে বৈকুণ্ঠলোক এই জড় আকাশের অতীত। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা, যারা মহাকাশে ভ্রমণ করার চেষ্টা করছে, তাদের পক্ষে সবচাইতে নিকটবর্তী গ্রহ চন্দ্রে যাওয়াও কঠিন, অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বতম লোকে যাওয়ার ব্যাপারে কি আর বলার আছে। জড় আকাশের অতীত পরব্যোমে প্রবেশ করে চিন্ময় লোক বৈকুণ্ঠ দর্শন করার কোন সম্ভাবনাই তাদের নেই। তাই, পরব্যোমে ভগবানের রাজ্য কেবল বেদ ও পুরাণের প্রামাণিক বর্ণনার মাধ্যমেই জানা যেতে পারে।

জড় জগতে তিনটি গুণ রয়েছে—সত্ত্ব, রজ ও তম, কিন্তু চিৎ-জগতে রজ ও তমোগুণের লেশমাত্রও নেই; সেখানে কেবল রয়েছে সত্ত্বগুণ, যা রজ ও তমোগুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। জড় জগতে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে সত্ত্বগুণে রয়েছেন, তিনিও কখনও কখনও তম ও রজোগুণের স্পর্শে কলুষিত হতে পারেন। কিন্তু পরব্যোমে বৈকুণ্ঠলোকে কেবল সত্ত্বগুণ তার বিশুদ্ধরূপে বিরাজ করে। ভগবান ও তাঁর ভক্তেরা বৈকুণ্ঠলোকে বাস করেন, এবং ভক্তেরাও একই চিন্ময় গুণসম্পন্ন ও শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। বৈকুণ্ঠলোক বৈষ্ণবদের অত্যন্ত প্রিয়, এবং ভগবানের রাজ্যের প্রতি বৈষ্ণবদের প্রগতিশীল অভিযানে ভগবান স্বয়ং তাঁর ভক্তদের সাহায্য করেন।

শ্লোক ১৬

যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কামদুঘৈদ্রুমৈঃ ।
সর্বর্তুশ্রীভির্বিভ্রাজৎকৈবল্যমিব মূর্তিমৎ ॥ ১৬ ॥

যত্র—বৈকুণ্ঠলোকে; নৈঃশ্রেয়সম্—মঙ্গলময়; নাম—নামক; বনম্—অরণ্য; কাম-দুঘৈঃ—বাসনাপূরণকারী; দ্রুমৈঃ—বৃক্ষরাজিসহ; সর্ব—সমস্ত; ঋতু—ঋতু; শ্রীভিঃ—ফুল ও ফলসহ; বিভ্রাজৎ—শোভমান; কৈবলম্—চিন্ময়; ইব—যেমন; মূর্তিমৎ—মূর্তিমান।

অনুবাদ

সেই বৈকুণ্ঠলোকে অত্যন্ত মঙ্গলময় অনেক বন রয়েছে। সেই সমস্ত বনের বৃক্ষগুলি অভীষ্টপূরণকারী কল্পবৃক্ষ, এবং সমস্ত ঋতুতে সেইগুলি ফুল ও ফলে পরিপূর্ণ থাকে, কেননা বৈকুণ্ঠলোকে সব কিছুই চিন্ময় ও সবিশেষ।

তাৎপর্য

বৈকুণ্ঠলোকে ভূমি, বৃক্ষ, ফল, ফুল ও গাভী সব কিছুই সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় ও সবিশেষ। সেখানকার বৃক্ষগুলি কল্পবৃক্ষ। এই জড় জগতে বৃক্ষসমূহ জড়া প্রকৃতির নির্দেশ অনুসারে ফুল ও ফল উৎপাদন করে, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে বৃক্ষরাজি, ভূমি, বাসস্থান ও পশুসমূহ সবই চিন্ময়। সেখানে গাছের সঙ্গে পশুর অথবা পশুর সঙ্গে মানুষের কোন পার্থক্য নেই। এখানে মূর্তিমৎ শব্দটি সূচিত করে যে, সব কিছুরই চিন্ময় রূপ রয়েছে। নির্বিশেষবাদীদের নিরাকারের ধারণা এই শ্লোকে নিরস্ত হয়েছে। বৈকুণ্ঠলোকে যদিও সব কিছু চিন্ময়, তবুও সব কিছুরই বিশেষ রূপ রয়েছে। গাছপালা ও মানুষের রূপ রয়েছে, এবং যদিও সেইগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপ-সমন্বিত, সেই সবই চিন্ময়, এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ১৭

বৈমানিকাঃ সললনাশ্চরিতানি শশ্বদ্
গায়ন্তি যত্র শমলক্ষপণানি ভর্তুঃ ।
অন্তর্জলেঽনুবিকসন্মধুমাধবীনাং
গন্ধেন খণ্ডিতধিয়োঽপ্যনিলং ক্ষিপন্তঃ ॥ ১৭ ॥

বৈমানিকাঃ—তাঁদের বিমানে বিচরণকারী; স-ললনাঃ—তাঁদের পত্নীগণসহ; চরিতানি—কার্যকলাপ; শশ্বৎ—নিত্য; গায়ন্তি—গান করে; যত্র—সেই সমস্ত বৈকুণ্ঠলোকে; শমল—সমস্ত অমঙ্গলজনক গুণাবলী; ক্ষপণানি—বঞ্চিত; ভর্তুঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; অন্তঃ-জলে—জলের ভিতর; অনুবিকসৎ—বিকশিত হয়ে; মধু—সুগন্ধিত ও মধুতে পরিপূর্ণ; মাধবীনাম্—মাধবী ফুলের; গন্ধেন—সুগন্ধের দ্বারা; খণ্ডিত—বিক্ষুব্ধ; ধিয়ঃ—মন; অপি—যদি; অনিলম্—সমীরণ; ক্ষিপন্তঃ—উপহাস করে।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসীরা তাঁদের পত্নী ও পার্ষদগণসহ বিমানে বিচরণ করেন, এবং নিরন্তর ভগবানের চরিত ও লীলাসমূহ গান করেন, যা সর্বদাই অমঙ্গলজনক প্রভাব থেকে মুক্ত। শ্রীভগবানের মহিমা যখন তাঁরা কীর্তন করেন, তখন মধুপূর্ণ মাধবীলতার প্রস্ফুটিত ফুলের সুগন্ধকেও তা উপহাস করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, বৈকুণ্ঠলোক সব রকম ঐশ্বর্যে পূর্ণ। সেখানে বিমান রয়েছে, যাতে করে বৈকুণ্ঠবাসীরা তাঁদের প্রেয়সীদের সঙ্গে পরব্যোমে ভ্রমণ করেন। সেখানে সমীরণ প্রস্ফুটিত ফুলের সৌরভ বহন করে প্রবাহিত হয়, এবং সেই সমীরণ এতই সুন্দর যে, তা ফুলের মধুও বহন করে। বৈকুণ্ঠবাসীরা কিন্তু ভগবানের মহিমা কীর্তনে এতই আসক্ত যে, তাঁরা যখন ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, তখন তাঁরা এত সুন্দর সমীরণকেও উপদ্রব বলে মনে করে তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। তাঁরা মনে করেন যে, ভগবানের মহিমা কীর্তন তাঁদের নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বৈকুণ্ঠলোকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না। প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভ আঘ্রাণ করা নিশ্চয়ই অত্যন্ত মনোহর, কিন্তু তা কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। বৈকুণ্ঠবাসীরা ভগবানের সেবাকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনকে নয়। চিন্ময় প্রেমের বশে ভগবানের সেবার ফলে এমনই দিব্য আনন্দ অনুভব হয় যে, তার তুলনায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুখ অত্যন্ত তুচ্ছ হয়ে যায়।

শ্লোক ১৮

পারাবতান্যভৃতসারসচক্রবাক-
দাত্যূহহংসশুকতিত্তিরিবর্হিণাং যঃ ।
কোলাহলো বিরমতেঽচিরমাত্রমুচ্চৈ-
র্ভৃঙ্গাধিপে হরিকথামিব গায়মানে ॥ ১৮ ॥

পারাবত—কপোত; অন্যভৃত—কোকিল; সারস—সারস; চক্রবাক—চক্রবাক; দাত্যূহ—চাতক; হংস—হংস; শুক—তোতাপাখি; তিত্তিরি—তিত্তির; বর্হিণাম্—ময়ূরের; যঃ—যা; কোলাহলঃ—কলরব; বিরমতে—স্তব্ধ হয়; অচির-মাত্রম্—

সাময়িকভাবে; উচ্চৈঃ—উচ্চস্বরে; ভৃঙ্গ-অধিপে—ভ্রমরদের রাজা; হরি-কথাম্—ভগবানের মহিমা; ইব—যেমন; গায়মানে—গান করার সময়।

অনুবাদ

যখন ভ্রমরদের অধিপতি উচ্চস্বরে গুঞ্জন করে ভগবানের মহিমা কীর্তন করে, তখন কপোত, কোকিল, সারস, চক্রবাক, চাতক, হংস, শুক, তিত্তির, ময়ূর প্রভৃতি বিহঙ্গকুলের কলরব ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়। ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার জন্য, এই সমস্ত অপ্রাকৃত বিহঙ্গেরা তাদের নিজেদের গান বন্ধ করে দেয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বৈকুণ্ঠের চিন্ময় প্রকৃতির স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানকার নিবাসী পক্ষী ও মানুষদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পরব্যোমে সব কিছুই চিন্ময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। চিন্ময় বৈচিত্র্যের অর্থ হচ্ছে যে, সেখানে সব কিছুই চেতন। সেখানে কোন কিছুই অচেতন নয়। সেখানকার বৃক্ষরাজি, ভূমি, গুল্ম-লতা, পুষ্প, পশু ও পক্ষী সব কিছুই কৃষ্ণচেতনার স্তরে অবস্থিত। বৈকুণ্ঠলোকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সেখানে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। জড় জগতে গর্দভ পর্যন্ত তার নিজের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে সুখ অনুভব করে, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে ময়ূর, চক্রবাক ও কোকিলের মতো সুন্দর পক্ষীরাও ভ্রমরদের কাছ থেকে ভগবানের মহিমা-কীর্তন শ্রবণ করার জন্য, তাদের নিজেদের সঙ্গীত বন্ধ করে দিয়ে তা শোনে। শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে শুরু হয় যে ভগবদ্ভক্তি, তা বৈকুণ্ঠলোকে অত্যন্ত প্রবল।

শ্লোক ১৯

মন্দারকুন্দকুরবোৎপলচম্পকার্ণ-
পুন্নাগনাগবকুলাম্বুজপারিজাতাঃ ।
গন্ধেঽর্চিতে তুলসিকাভরণেন তস্যা
যস্মিংস্তপঃ সুমনসো বহু মানয়ন্তি ॥ ১৯ ॥

মন্দার—মন্দার; **কুন্দ**—কুন্দ; **কুরব**—কুরব; **উৎপল**—উৎপল; **চম্পক**—চম্পক; **অর্ণ**—অর্ণ ফুল; **পুন্নাগ**—পুন্নাগ; **নাগ**—নাগকেশর; **বকুল**—বকুল; **অম্বুজ**—কমল; **পারিজাতাঃ**—পারিজাত; **গন্ধে**—সৌরভ; **অর্চিতে**—পূজিত হয়ে; **তুলসিকা**—তুলসী; **আভরণেন**—মালার দ্বারা; **তস্যাঃ**—তার; **যস্মিন্**—যেই বৈকুণ্ঠে; **তপঃ**—তপশ্চর্যা;

সু-মনসঃ—শুদ্ধ মনোবৃত্তি, বৈকুণ্ঠ মনোভাব; বহু—অত্যধিক; মানয়ন্তি—সম্মান করে।

অনুবাদ

যদিও মন্দার, কুন্দ, কুরবক, উৎপল, চম্পক, অর্ণ, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, কমল, ও পারিজাত বৃক্ষসমূহ অপ্রাকৃত সৌরভমণ্ডিত পুষ্পে পূর্ণ, তবুও তারা তুলসীর তপশ্চর্যার জন্য তাঁকে বহু সম্মান করে। কেননা ভগবান তুলসীকে বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন, এবং তিনি স্বয়ং তুলসীপত্রের মালা কণ্ঠে ধারণ করেন।

তাৎপর্য

তুলসীপত্রের মাহাত্ম্য এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তুলসীর বৃক্ষ ও তার পাতা ভগবদ্ভক্তিতে অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। ভক্তদের প্রতিদিন তুলসীকে জল দান করা এবং ভগবানের পূজার জন্যে তুলসীপত্র চয়ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক সময় এক নাস্তিক স্বামী মন্তব্য করেছিল, "তুলসী গাছে জল দিয়ে কি লাভ? তার থেকে বরং বেগুন গাছে জল দেওয়া ভাল। বেগুন গাছে জল দিলে বেগুন পাওয়া যায়, কিন্তু তুলসীতে জল দিয়ে কি লাভ হবে?" এই সমস্ত মূর্খ প্রাণীরা ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব না জেনে, জনসাধারণের শিক্ষার ব্যাপারে সর্বনাশ সাধন করে।

চিৎ-জগতে সবচাইতে মহত্ত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, সেখানে ভক্তদের মধ্যে কোন রকম মাৎসর্য নেই। তা ফুলেদের ক্ষেত্রেও সত্য, যারা সকলেই তুলসীর মহিমা সম্বন্ধে অবগত। যে বৈকুণ্ঠলোকে চার কুমারেরা প্রবেশ করেছিলেন, সেখানকার পক্ষী ও ফুলেরাও ভগবানের সেবার ভাবনায় ভাবিত ছিলেন।

শ্লোক ২০

যৎসঙ্কুলং হরিপদানতিমাত্রদৃষ্টৈ-
বৈদূর্যমারকতহেমময়ৈর্বিমানৈঃ ।
যেষাং বৃহৎকটিতটাঃ স্মিতশোভিমুখ্যঃ
কৃষ্ণাত্মনাং ন রজ আদধুরুৎস্ময়াদ্যৈঃ ॥ ২০ ॥

যৎ—সেই বৈকুণ্ঠধাম; সঙ্কুলম্—পরিব্যাপ্ত; হরি-পদ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে; আনতি—প্রণতির দ্বারা; মাত্র—কেবল ; দৃষ্টৈঃ—লাভ করে; বৈদূর্য—

বৈদূর্য মণি; মারকত—পান্না; হেম—স্বর্ণ; ময়ৈঃ—নির্মিত ; বিমানৈঃ—বিমানসমূহ সহ; যেষাম্—সেই সব যাত্রীদের; বৃহৎ—বৃহৎ; কটি-তটাঃ—নিতম্ব; স্মিত—ঈষৎ হাস্য; শোভি—সুন্দর; মুখ্যঃ—মুখ; কৃষ্ণ—কৃষ্ণতে; আত্মনাম্—যাদের মন মগ্ন; ন—না; রজঃ—যৌন বাসনা; আদধুঃ—উত্তেজিত করা; উৎস্ময়-আদ্যৈঃ—অন্তরঙ্গ হাস্য ও পরিহাসপূর্ণ ব্যবহার।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠবাসীরা মরকত, বৈদূর্য ও স্বর্ণ নির্মিত তাঁদের বিমানে আরোহণ করে বিচরণ করেন। যদিও তাঁরা গুরু নিতম্বিনী, স্মিত হাস্যোজ্জ্বল সমন্বিত সুন্দর মুখমণ্ডল শোভিতা পত্নী পরিবৃতা, কিন্তু তবুও তাঁদের হাস্য-পরিহাস ও সৌন্দর্যের আকর্ষণ তাঁদের কামভাব উদ্দীপ্ত করতে পারে না।

তাৎপর্য

জড় জগতের জড়বাদী মানুষেরা তাদের পরিশ্রমের দ্বারা ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়। কঠোর পরিশ্রম না করলে কেউই জড় সমৃদ্ধি উপভোগ করতে পারে না। কিন্তু বৈকুণ্ঠবাসী ভগবদ্ভক্তদের মণি-মাণিক্যপূর্ণ অপ্রাকৃত পরিবেশ উপভোগ করার সুযোগ রয়েছে। সেখানে রত্নমণ্ডিত স্বর্ণের অলঙ্কার কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা প্রাপ্ত হতে হয় না, ভগবানের কৃপায় তা লাভ হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বৈকুণ্ঠলোকে অথবা এই জড় জগতে ভগবদ্ভক্তেরা কখনও দারিদ্র্যগ্রস্ত নন, যা কখনও কখনও অনুমান করা হয়। তাঁদের উপভোগ করার পর্যাপ্ত ঐশ্বর্য রয়েছে, কিন্তু সেইগুলি লাভ করার জন্য তাঁদের পরিশ্রম করতে হয় না। এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈকুণ্ঠবাসীদের পত্নীরা এই জড় জগতের, এমনকি উচ্চতর লোকের সুন্দরীদের থেকেও অনেক অনেক গুণে অধিক সুন্দরী। বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেখানকার রমণীদের বিশাল নিতম্ব অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং তা পুরুষদের কামভাব উদ্দীপ্ত করে, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকের আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য এই যে, যদিও সেখানকার রমণীরা বিশাল নিতম্ব-বিশিষ্ট, সুন্দর মুখমণ্ডল ও মণিরত্ন খচিত অলঙ্কারে ভূষিতা, কিন্তু সেখানকার পুরুষেরা কৃষ্ণভাবনায় এতই মগ্ন যে, রমণীদের সুন্দর দেহ তাঁদের আকৃষ্ট করতে পারে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, সেখানে রমণীদের সঙ্গসুখ রয়েছে, কিন্তু যৌন সম্পর্ক নেই। বৈকুণ্ঠবাসীদের আনন্দ উপভোগের মান এতই উন্নত যে, সেখানে যৌন সুখের কোন আবশ্যকতা নেই।

শ্লোক ২১

শ্রী রূপিণী ক্বণয়তী চরণারবিন্দং
লীলাম্বুজেন হরিসদ্মনি মুক্তদোষা ।
সংলক্ষ্যতে স্ফটিককুড্য উপেতহেম্নি
সম্মার্জতীব যদনুগ্রহণেঽন্যযত্নঃ ॥ ২১ ॥

শ্রী—লক্ষ্মীদেবী; রূপিণী—সুন্দর রূপ ধারণ করে; ক্বণয়তী—নূপুরের কিঙ্কিণি; চরণ-অরবিন্দম্—শ্রীপাদপদ্ম; লীলা-অম্বুজেন—লীলাপদ্মের দ্বারা; হরি-সদ্মনি—পরমেশ্বর ভগবানের ভবনে; মুক্ত-দোষা—নির্দোষ; সংলক্ষ্যতে—গোচরীভূত হন; স্ফটিক—স্ফটিক; কুড্যে—প্রাচীর; উপেত—মিশ্রিত; হেম্নি—স্বর্ণ; সম্মার্জতী ইব—সম্মার্জনকারীর মতো; যৎ-অনুগ্রহণে—তাঁর কৃপা লাভের জন্য; অন্য—অন্যেরা; যত্নঃ—অত্যন্ত সাবধান।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠলোকের রমণীরা লক্ষ্মীদেবীর মতোই সুন্দরী। এই প্রকার অপ্রাকৃত সৌন্দর্যমণ্ডিত রমণীরা হস্তে লীলাপদ্ম ধারণ করেন, এবং তাঁদের চরণের নূপুর থেকে কিঙ্কিণি-ধ্বনি উত্থিত হয়, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায় কখনও কখনও তাঁরা সুবর্ণ সংযুক্ত স্ফটিকময় দেওয়ালগুলি সম্মার্জন করেন ।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ সর্বদা তাঁর ধামে শত সহস্র লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সেবিত হন। *লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানম্* । এই সমস্ত লক্ষ-কোটি লক্ষ্মীদেবী যাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে বাস করেন, তাঁরা ঠিক পরমেশ্বর ভগবানের সহচরী নন, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের সেবায় যুক্ত ভগবদ্ভক্তদের পত্নী। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈকুণ্ঠলোকের গৃহগুলি স্ফটিক দ্বারা নির্মিত। তেমনই ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈকুণ্ঠলোকের ভূমি চিন্তামণির দ্বারা নির্মিত। তাই বৈকুণ্ঠের স্ফটিক নির্মিত মেঝেতে সম্মার্জন করার কোন প্রয়োজন হয় না, কেননা সেখানে কোন ধূলি নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও, পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য সেখানকার রমণীরা সর্বদা স্ফটিক নির্মিত ভিত্তি পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত থাকেন। কেন? তার কারণ হচ্ছে, এই সেবার মাধ্যমে তাঁরা ভগবানের কৃপা লাভের জন্য উৎসুক।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈকুণ্ঠলোকে লক্ষ্মীদেবীরা সম্পূর্ণরূপে মুক্তদোষা। সাধারণত লক্ষ্মীদেবী এক স্থানে স্থির হয়ে থাকেন না, তাই তাঁর নাম চঞ্চলা। সেই জন্যই দেখা যায় যে, কোন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি হঠাৎ দরিদ্র হয়ে যান। তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাবণ। রাবণ লক্ষ্মী সীতাদেবীকে অপহরণ করে তার রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিল, এবং লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় সুখী হওয়ার পরিবর্তে তার সমস্ত বংশ ধ্বংস হয়েছিল। এইভাবে রাবণের গৃহে লক্ষ্মী ছিলেন চঞ্চলা। রাবণের মতো ব্যক্তিরা তাঁর পতি নারায়ণ ব্যতীতই কেবল লক্ষ্মীদেবীকে চায়; তাই তাদের কাছে লক্ষ্মীদেবী অস্থির। জড়বাদী ব্যক্তিরা লক্ষ্মীদেবীর দোষ খুঁজে পায়, কিন্তু বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীদেবী পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় স্থির। সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী হওয়া সত্ত্বেও, ভগবানের কৃপা ব্যতীত তিনি সুখী হতে পারেন না। লক্ষ্মীদেবীকে পর্যন্ত সুখী হওয়ার জন্য ভগবানের কৃপা লাভের প্রয়োজন হয়, যদিও জড় জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মাকে পর্যন্ত লক্ষ্মীদেবীর কৃপা ভিক্ষা করতে হয়।

শ্লোক ২২

বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলামৃতাম্বু
প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্ ।
অভ্যর্চতী স্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্ত্র-
মুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ যচ্ছ্রীঃ ॥ ২২ ॥

বাপীষু—পুষ্করিণীতে; বিদ্রুম—প্রবাল নির্মিত; তটাসু—তটে; অমল—স্বচ্ছ; অমৃত—অমৃততুল্য; অম্বু—জল; প্রেষ্যা-অন্বিতা—দাসী পরিবৃতা হয়ে; নিজ-বনে—তাঁর নিজের বাগানে; তুলসীভিঃ—তুলসীর দ্বারা; ঈশম্—পরমেশ্বর ভগবানকে; অভ্যর্চতী—আরাধনা করেন; সু-অলকম্—তিলকের দ্বারা শোভিত তাঁর মুখমণ্ডল; উন্নসম্—উন্নত নাসিকা; ঈক্ষ্য—দর্শন করে; বক্ত্রম্—মুখ; উচ্ছেষিতম্—চুম্বিত হয়ে; ভগবতা—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; ইতি—এইভাবে; অমত—মনে করেছিলেন; অঙ্গ—হে দেবতাগণ; যৎ-শ্রীঃ—যাঁর সৌন্দর্য।

অনুবাদ

লক্ষ্মীদেবী দাসী পরিবৃতা হয়ে প্রবাল খচিত দিব্য জলাশয়ের তীরে তাঁর বাগানে তুলসীদল নিবেদন করে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করেন। ভগবানের পূজা করার সময়, তাঁরা যখন জলে উন্নত নাসিকা-সমন্বিত তাঁদের সুন্দর মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব

দর্শন করেন, তখন তাঁদের কাছে তা আরও অধিক সুন্দর বলে মনে হয়, কেননা তাঁদের মুখ ভগবান কর্তৃক চুম্বিত হয়েছে।

তাৎপর্য

সাধারণত, কোন রমণী যখন তাঁর পতির দ্বারা চুম্বিত হন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। যদিও বৈকুণ্ঠলোকে লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্য কল্পনারও অতীত, তবুও তিনি তাঁর মুখমণ্ডলকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য ভগবানের চুম্বনের প্রতীক্ষা করেন। যখন লক্ষ্মীদেবী তাঁর উদ্যানে তুলসীদলের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেন, তখন তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডল অপ্রাকৃত সরোবরের স্ফটিকস্বচ্ছ জলে প্রতিবিম্বিত হয়।

শ্লোক ২৩

যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদা-
চ্ছৃণ্বন্তি যেঽন্যবিষয়াঃ কুকথা মতিঘ্নীঃ ।
যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরাত্তসারা-
স্তাংস্তান্ ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমঃসু হন্ত ॥ ২৩ ॥

যৎ—বৈকুণ্ঠ; ন—কখনই না; ব্রজন্তি—নিকটবর্তী হন; অঘ-ভিদঃ—সমস্ত পাপ ধ্বংসকারী; রচনা—সৃষ্টি; অনুবাদাৎ—বর্ণনা থেকে; শৃণ্বন্তি—শ্রবণ করেন; যে—যারা; অন্য—অন্য; বিষয়াঃ—বিষয় বস্তু; কু-কথাঃ—অপশব্দ; মতি-ঘ্নীঃ—বুদ্ধিনাশক; যাঃ—যা; তু—কিন্তু; শ্রুতাঃ—শোনা হয়; হত-ভগৈঃ—ভাগ্যহীন; নৃভিঃ—মানুষদের দ্বারা; আত্ত—নিয়ে যায়; সারাঃ—জীবনের মূল্য; তান্ তান্—সেই প্রকার ব্যক্তিদের; ক্ষিপন্তি—প্রক্ষিপ্ত হয়; অশরণেষু—সব রকম আশ্রয়রহিত; তমঃসু—জড় অস্তিত্বের গভীরতম অন্ধকারে; হন্ত—হায়।

অনুবাদ

দুর্ভাগা মানুষেরা বৈকুণ্ঠলোকের বর্ণনা সম্বন্ধে আলোচনা না করে, যা শ্রবণের অযোগ্য ও বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে, সেই সমস্ত অনর্থক বিষয় সম্বন্ধে শ্রবণ করে, তা অত্যন্ত শোকের বিষয়। যারা বৈকুণ্ঠ-বিষয়ের বর্ণনা ত্যাগ করে জড় জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করে, তারা অজ্ঞানের গভীরতম প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত হয়।

তাৎপর্য

সেচাইতে হতভাগ্য মানুষ হচ্ছে নির্বিশেষবাদীরা, যারা চিৎ জগতের অপ্রাকৃত বৈচিত্র্য বুঝতে পারে না। তারা বৈকুণ্ঠলোকের সৌন্দর্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে ভয় পায়, কেননা তারা মনে করে যে, বৈচিত্র্য মানে হচ্ছে জড়। এই ধরনের নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, চিৎ-জগৎ সম্পূর্ণরূপে শূন্য, অথবা অন্য কথায় বলতে গেলে, সেখানে কোন বৈচিত্র্য নেই। সেই মনোভাবকে এখানে *কুকথা মতিঘ্নীঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ 'অর্থহীন কথার দ্বারা যাদের বুদ্ধিমত্তা বিভ্রান্ত হয়েছে'। এখানে শূন্যবাদের দর্শন অথবা চিৎ-জগতে নির্বিশেষ অবস্থার নিন্দা করা হয়েছে, কেননা তা মানুষের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে। নির্বিশেষবাদী অথবা শূন্যবাদী দার্শনিকেরা কিভাবে মনে করতে পারে যে, এই জড় জগৎটি বৈচিত্র্যে পূর্ণ, এবং তারপরেই তারা বলে যে, চিৎ জগতে কোন বৈচিত্র্য নেই? কথিত হয় যে, এই জড় জগৎ হচ্ছে চিৎ-জগতের বিকৃত প্রতিফলন, তাই চিৎ জগতে যদি বৈচিত্র্য না থাকে, তাহলে এই জড় জগতে অনিত্য বৈচিত্র্য কি করে সম্ভব? জীব জড় জগৎ অতিক্রম করতে পারে, তার অর্থ এই নয় যে, চিন্ময় বৈচিত্র্য বলে কিছু নেই।

শ্রীমদ্ভাগবতের এইখানে, বিশেষ করে এই শ্লোকটিতে প্রকৃষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, যাঁরা পরব্যোমের চিন্ময় প্রকৃতি ও বৈকুণ্ঠলোকের বিষয়ে আলোচনা ও হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন, তাঁরা ভাগ্যবান। বৈকুণ্ঠলোকের বৈচিত্র্য ভগবানের চিন্ময় লীলাবিলাসের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ভগবানের চিন্ময় ধাম ও দিব্য কার্যকলাপের কথা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টার পরিবর্তে মানুষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টায় অধিক আগ্রহী। এই জড় জগতে, যেখানে তারা কেবল কয়েক বছরের জন্য থাকবে, সেখানকার সমস্যাগুলির সমাধান করার জন্য তারা কত সভাসমিতি ও আলোচন করে, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকের চিন্ময় পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে তাদের কোন রকম আগ্রহ নেই। তাদের যদি একটুও ভাগ্য থেকে থাকে, তাহলে তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য আগ্রহী হবে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা চিৎ-জগৎকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে, ততক্ষণ তাদের নিরন্তর এই জড়জগতের অন্ধকারে পচতে হয়।

শ্লোক ২৪

যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না
জ্ঞানং চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্মং যত্র ।
নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুষ্য
সম্মোহিতা বিততয়া বত মায়য়া তে ॥ ২৪ ॥

যে—যে সমস্ত ব্যক্তি; অভ্যর্থিতাম্—ইচ্ছা করেছে; অপি—নিশ্চয়ই; চ—এবং; নঃ—আমাদের দ্বারা (ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাদের দ্বারা); নৃ-গতিম্—মনুষ্যজীবন; প্রপন্নাঃ—লাভ করেছে; জ্ঞানম্—জ্ঞান; চ—এবং; তত্ত্ব-বিষয়ম্—পরমতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিষয়; সহ-ধর্মম্—ধর্মের অনুশাসনসহ; যত্র—যেখানে; ন—না; আরাধনম্—আরাধনা; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; বিতন্বতি—অনুষ্ঠান করে; অমুষ্য—ভগবানের; সম্মোহিতাঃ—মোহাচ্ছন্ন হয়ে; বিততয়া—সর্বব্যাপক; বত—হায়; মায়য়া—মায়াশক্তির প্রভাবের দ্বারা; তে—তারা।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—প্রিয় দেবতাগণ! মনুষ্যজীবন এতই মহত্ত্বপূর্ণ যে, আমরাও সেই জীবন প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করি, কেননা মনুষ্যজীবনে ধর্মতত্ত্ব ও জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করা যায়। কেউ যদি মনুষ্যজীবন লাভ করা সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর ধাম হৃদয়ঙ্গম না করে, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে বহিরঙ্গা প্রকৃতির প্রভাবের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত।

তাৎপর্য

যে সমস্ত মানুষ পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর চিন্ময় ধাম বৈকুণ্ঠলোকের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে না, ব্রহ্মাজী তাদের তীব্রভাবে নিন্দা করেছেন। ব্রহ্মাজী পর্যন্ত মনুষ্যজীবন লাভ করার বাসনা করেন। ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাগণ মানুষদের থেকে অনেক ভাল জড় শরীর লাভ করেছেন, তবুও দেবতারা এমনকি ব্রহ্মা পর্যন্ত মনুষ্যজীবন লাভ করার বাসনা করেন, কেননা যে সমস্ত জীব দিব্যজ্ঞান ও ধর্ম আচরণের পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে চান, মনুষ্যজীবন বিশেষ করে তাঁদের জন্য। এক জন্মে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু মনুষ্যজীবনে অন্ততপক্ষে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে, কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন শুরু করা উচিত। মনুষ্যজীবনকে একটি সবচাইতে মহৎ সৌভাগ্য বলা হয়েছে, কেননা তা হচ্ছে অজ্ঞানের সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার সবচাইতে উপযুক্ত তরণি। গুরুদেবকে সেই তরণির সবচাইতে সুদক্ষ কর্ণধার বলে মনে করা হয়, এবং শাস্ত্র-নির্দেশ হচ্ছে অজ্ঞানের সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে যাওয়ার জন্য অনুকূল বায়ু। যে সমস্ত মানুষ তার জীবনে এই সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না, সে আত্মহত্যা করছে। তাই যে ব্যক্তি মানবজীবনে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন শুরু করে না, মায়াশক্তির প্রভাবে সে তার জীবন হারায়। ব্রহ্মা এই প্রকার মানুষদের দুরবস্থার কথা ভেবে আক্ষেপ করেছেন।

শ্লোক ২৫

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরেযমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ ।
ভর্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥ ২৫ ॥

যৎ—বৈকুণ্ঠ; চ—এবং; ব্রজন্তি—গমন করে; অনিমিষাম্—দেবতাদের; ঋষভ—প্রধান; অনুবৃত্ত্যা—পদাঙ্ক অনুসরণ করে; দূরে—দূরত্ব বজায় রেখে; যমাঃ—সংযমের বিধি; হি—নিশ্চয়ই; উপরি—উপরে; নঃ—আমাদের; স্পৃহণীয়—বাঞ্ছনীয়; শীলাঃ—সদ্‌গুণাবলী; ভর্তুঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; মিথঃ—পরস্পরের জন্য; সুযশসঃ—মহিমা; কথন—আলোচনার দ্বারা; অনুরাগ—আকর্ষণ; বৈক্লব্য—আনন্দ; বাষ্প-কলয়া—চোখে জল; পুলকী-কৃত—পুলকিত; অঙ্গাঃ—দেহ।

অনুবাদ

যাঁদের দেহ প্রেমানন্দে বিকার প্রাপ্ত হয়, এবং যাঁরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন, এবং ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার ফলে ঘর্মাক্ত হন, তাঁরা ধ্যান ও অন্যান্য তপস্যার অপেক্ষা না করলেও ভগবানের রাজ্যে উন্নীত হন। ভগবানের রাজ্য জড় জগতের উর্ধ্বে অবস্থিত, এবং তা ব্রহ্মা আদি দেবতাদেরও স্পৃহনীয়।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের রাজ্য জড় জগতের উর্ধ্বে অবস্থিত। এই পৃথিবীর উর্ধ্বে যেমন শত সহস্র উচ্চতর লোক রয়েছে, তেমনই পরব্যোমে লক্ষ কোটি চিন্ময় লোক রয়েছে। এখানে ব্রহ্মাজী উল্লেখ করেছেন যে, চিন্ময় রাজ্য দেবতাদের রাজ্যেরও উর্ধ্বে। পরমেশ্বর ভগবানের রাজ্যে তখনই কেবল প্রবেশ করা যায়, যখন বাঞ্ছনীয় গুণগুলি অত্যন্ত সুচারুরূপে বিকশিত হয়। সমস্ত সদ্‌গুণগুলি ভগবদ্ভক্তের মধ্যে বিকশিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণগুলি ভগবদ্ভক্তের মধ্যে বিকশিত হয়। জড় জগতে দেবতাদের গুণগুলি অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়, ঠিক যেমন আমাদের অভিজ্ঞতাতেও আমরা দেখতে পাই যে, একজন মার্জিত ব্যক্তির গুণগুলি অজ্ঞ অথবা নিম্ন স্তরের ব্যক্তির গুণগুলি থেকে অধিক প্রশংসনীয়। উচ্চতর লোকের দেবতাদের গুণাবলী এই পৃথিবীবাসীদের গুণাবলী থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মাজী এখানে প্রতিপন্ন করেছেন যে, বাঞ্ছিত গুণাবলী যাঁরা বিকশিত করেছেন, তাঁরাই কেবল ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারেন। চৈতন্যচরিতামৃতে ভক্তের ঈপ্সিত গুণাবলী ছাব্বিশটি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেইগুলি হচ্ছে—তিনি অত্যন্ত কৃপালু; তিনি কারো সঙ্গে ঝগড়া করেন না; তিনি কৃষ্ণভক্তিকে জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে করেন; তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী; তাঁর চরিত্রে কেউ কোন দোষ খুঁজে পায় না; তিনি অত্যন্ত উদার; তিনি মৃদু; সর্বদা অন্তরে ও বাইরে পবিত্র; তিনি অকিঞ্চন; তিনি সকলের উপকারক; তিনি শান্ত; তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের শরণাগত; তাঁর কোন জড় বাসনা নেই; তিনি নিরীহ; সর্বদা স্থির; তিনি বিজিত ইন্দ্রিয়; তিনি দেহ ধারণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করেন না; তিনি জড় প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য প্রমত্ত নন; তিনি সকলকে সম্মান প্রদর্শন করেন; তিনি নিজের জন্য কোন রকম সম্মানের প্রত্যাশা করেন না; তিনি গম্ভীর; সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন; বন্ধুভাবাপন্ন; তিনি কবি; তিনি সমস্ত কার্যকলাপে অত্যন্ত দক্ষ, এবং তিনি অর্থহীন বিষয়ের আলোচনা না করে মৌন থাকেন। তেমনই শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের একবিংশতি শ্লোকে মহাত্মার গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অত্যন্ত সহিষ্ণু, সর্বজীবের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, সমদর্শী, মানুষ ও পশু আদি সমস্ত প্রাণীরই সুহৃদ, সেই প্রকার সাধু ব্যক্তিই ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করার যোগ্য। তিনি এতই মূর্খ নন যে, মানুষ-নারায়ণ বা দরিদ্র-নারায়ণের ভোজনের জন্য পাঁঠা-নারায়ণকে হত্যা করবেন। তিনি সমস্ত জীবের প্রতিই অত্যন্ত দয়ালু; তাই তাঁর কোন শত্রু নেই। তিনি অত্যন্ত শান্ত। ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার এইগুলি হচ্ছে যোগ্যতা। জীব যে ধীরে ধীরে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করে, সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্বিংশতি শ্লোকেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের নাম করার ফলে কোন ব্যক্তি যদি ক্রন্দন না করে এবং দেহে বিকার না দেখা দেয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, তার হৃদয় অত্যন্ত কঠোর এবং তাই ভগবানের দিব্য নাম সম্বলিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা সত্ত্বেও তার হৃদয়ের পরিবর্তন হয়নি। আমরা যখন নিরপরাধে ভগবানের নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করি, তখন দেহের এই সমস্ত পরিবর্তনগুলি প্রকাশিত হয়।

এখানে মনে রাখা উচিত যে, দশটি নাম অপরাধ রয়েছে এবং সেইগুলি এড়িয়ে চলতে হবে। প্রথম অপরাধটি হচ্ছে, যাঁরা ভগবানের মহিমা প্রচার করেন, তাঁদের নিন্দা করা। মানুষকে পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবলী সম্বন্ধে অবগত হওয়ার শিক্ষা

লাভ করা অবশ্য কর্তব্য; তাই যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের মহিমা প্রচারে যুক্ত, কখনও তাঁদের নিন্দা করা উচিত নয়। এইটি সবচাইতে বড় অপরাধ। অধিকন্তু, বিষ্ণুর পবিত্র নাম পরম মঙ্গলময়, এবং তাঁর লীলাসমূহও তাঁর নাম থেকে অভিন্ন। বহু মূর্খ ব্যক্তি রয়েছে, যারা বলে যে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা যায় অথবা কালী, দুর্গা কিংবা শিবের নাম কীর্তন করা যায়, কেননা তার ফল একই। কেউ যদি মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম এবং অন্যান্য দেবতাদের নাম ও কার্যকলাপ একই স্তরের, অথবা কেউ যদি মনে করে যে, বিষ্ণুর পবিত্র নাম হচ্ছে জড় শব্দের স্পন্দন, তাহলে সেইটিও একটি অপরাধ। তৃতীয় অপরাধ হচ্ছে, ভগবানের মহিমা প্রচারকারী শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা। চতুর্থ অপরাধ, পুরাণ আদি বৈদিক শাস্ত্রসমূহকে সাধারণ জ্ঞানের পুস্তক বলে মনে করা। পঞ্চম অপরাধ হচ্ছে, ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানের দিব্য নামের কৃত্রিম মাহাত্ম্য প্রদান করে বলে মনে করা। প্রকৃত সত্য হচ্ছে যে, ভগবান তাঁর নাম থেকে অভিন্ন। পারমার্থিক মূল্যের সর্বোচ্চ উপলব্ধি হচ্ছে, এই যুগের নির্ধারিত—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করা। ষষ্ঠ অপরাধ হচ্ছে, ভগবানের দিব্য নামের কোন রকম কাল্পনিক ব্যাখ্যা প্রদান করা। সপ্তম অপরাধ হচ্ছে, ভগবানের নামের বলে পাপ আচরণ করা। কেবল ভগবানের নাম উচ্চারণ করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায় সেই কথা সত্য, কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে, ভগবানের নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে, সব রকম পাপ কার্যও সে করে যেতে পারে, তাহলে সেটি একটি অপরাধের লক্ষণ। অষ্টম অপরাধ হচ্ছে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনকে ধ্যান, তপস্যা, যজ্ঞ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের সমান বলে মনে করা। সেইগুলি কখনই ভগবানের দিব্য নামের সমকক্ষ হতে পারে না। নবম অপরাধ হচ্ছে, যারা ভগবানের সম্বন্ধে আগ্রহী নয়, তাদের কাছে ভগবানের নামের মহিমা প্রচার করা। দশম অপরাধ হচ্ছে, ভগবানের নাম গ্রহণের চিন্ময় পন্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও জড় বিষয়ের প্রতি ভ্রান্ত আসক্তি বজায় রাখা অথবা জড় দেহটিকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করা।

কেউ যখন এই দশটি নামাপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তখন তাঁর দেহে সাত্ত্বিক বিকার দেখা দেয়, যাকে বলা হয় পুলকাশ্রু। পুলকের অর্থ হচ্ছে 'আনন্দানুভূতির লক্ষণ', এবং অশ্রু অর্থ হচ্ছে 'চোখের জল'। কেউ যখন নিরপরাধে ভগবানের নাম কীর্তন করেন, তখন তাঁর দেহে পুলক ও চোখে অশ্রু অবশ্যই দেখা যায়। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের

মহিমা কীর্তন করার ফলে যাঁরা এই প্রকার দিব্য ভাব প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করার যোগ্য। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে যে, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার সময় যদি এই সমস্ত লক্ষণগুলি দেখা না যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, এখনও তার অপরাধ হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতে এক চমৎকার ঔষধ গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেই সম্পর্কে সংশোধনের উপায়স্বরূপ আদিলীলার অষ্টম অধ্যায়ের একত্রিংশতি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয় অবলম্বন করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তাহলে তিনি সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত হবেন।

শ্লোক ২৬

তদ্বিশ্বগুর্বধিকৃতং ভুবনৈকবন্দ্যং
দিব্যং বিচিত্রবিবুধাগ্র্যবিমানশোচিঃ ।
আপুঃ পরাং মুদমপূর্বমুপেত্য যোগ-
মায়াবলেন মুনয়স্তদথো বিকুণ্ঠম্ ॥ ২৬ ॥

তৎ—তারপর; বিশ্ব-গুরু—সমগ্র বিশ্বের গুরু পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; অধি-কৃতম্—অধিকৃত; ভুবন—লোকসমূহের; এক—একা; বন্দ্যম্—পূজনীয়; দিব্যম্—চিন্ময়; বিচিত্র—বিশেষভাবে অলঙ্কৃত; বিবুধ-অগ্র্য—ভক্তদের (যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান); বিমান—বিমানের; শোচিঃ—দীপ্তিমান; আপুঃ—লাভ করেছে; পরাম্—সর্বোচ্চ; মুদম্—প্রসন্নতা; অপূর্বম্—অভূতপূর্ব; উপেত্য—প্রাপ্ত হয়ে; যোগ-মায়া—পরাশক্তির দ্বারা; বলেন—প্রভাবের দ্বারা; মুনয়ঃ—ঋষিগণ; তৎ—বৈকুণ্ঠ; অথো—সেই; বিকুণ্ঠম্—বিষ্ণু।

অনুবাদ

এইভাবে সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার নামক মহর্ষিগণ তাঁদের যোগশক্তির প্রভাবে চিৎ জগতে উপরোক্ত বৈকুণ্ঠলোকে পৌঁছে অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন যে, সেই পরব্যোম সর্বোত্তম ভক্তদের দ্বারা চালিত পরম অলঙ্কৃত বিমানসমূহের দ্বারা দীপ্তিমান, এবং স্বয়ং ভগবানের দ্বারা অধিকৃত।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান অদ্বিতীয়। তিনি সকলের উর্ধ্বে। কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়, এবং তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। তাই তাঁকে এখানে *বিশ্বগুরু* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

তিনি সমগ্র অপরা ও পরা প্রকৃতির পরম আত্মা, এবং তাই তাঁকে বলা হয়েছে *ভুবনৈকবন্ধ্যম্* , অর্থাৎ ত্রিজগতের একমাত্র আরাধ্য ব্যক্তি। চিদাকাশে বিচরণকারী বিমানগুলি স্বয়ং জ্যোতির্ময় এবং ভগবানের মহান ভক্তগণের দ্বারা সেইগুলি চালিত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জড় জগতে যে সমস্ত বস্তু পাওয়া যায়, বৈকুণ্ঠলোকে সেইগুলির অভাব নেই। সেইগুলি সেখানে পাওয়া যায়, তবে সেইগুলির মূল্য অনেক বেশি, কেননা সেইগুলি চিন্ময় এবং তাই নিত্য ও আনন্দময়। ঋষিগণ সেখানে এক অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করেছিলেন, কেননা বৈকুণ্ঠলোক কোন সাধারণ মানুষের অধিকৃত নয়, সেইগুলি মধুসূদন, মাধব, নারায়ণ, প্রদ্যুম্ন নামক ইত্যাদি কৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশের দ্বারা অধিকৃত। সেই সমস্ত চিন্ময় লোক আরাধ্য, কেননা পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং সেইগুলির উপর আধিপত্য করেন। এখানে বলা হয়েছে যে, ঋষিরা তাঁদের যোগশক্তির প্রভাবে চিন্ময় পরব্যোমে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেটিই হচ্ছে যোগের পূর্ণতা। প্রাণায়াম ও অন্যান্য নিয়মের মাধ্যমে স্বাস্থ্য রক্ষা করা যোগের চরম লক্ষ্য নয়। যোগ বলতে সাধারণত অষ্টাঙ্গযোগ বা সিদ্ধিকে বোঝানো হয়। যোগসিদ্ধির ফলে মানুষ সবচাইতে হালকা থেকেও হালকা হতে পারে, এবং সবচাইতে ভারি থেকে আরও ভারি হতে পারে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারে এবং ইচ্ছামতো ঐশ্বর্য লাভ করতে পারে। যোগের এই রকম আটটি সিদ্ধি রয়েছে। চতুঃকুমার-ঋষিগণ সবচাইতে হালকা থেকে আরও বেশি হালকা হয়ে জড় জগতের সীমা অতিক্রম করে বৈকুণ্ঠলোকে পৌঁছেছিলেন। আধুনিক যান্ত্রিক অন্তরীক্ষ যান অসফল হয়েছে, কেননা সেইগুলি এই জড় সৃষ্টির সর্বোচ্চ প্রদেশেই যেতে পারে না, এবং তাই সেইগুলি অবশ্যই চিদাকাশে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু যোগসিদ্ধির দ্বারা মানুষ কেবল এই জড় আকাশেই নয়, জড় জগতের সীমা অতিক্রম করে চিদাকাশে পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে। সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা দুর্বাসা মুনি ও মহারাজ অম্বরীষের ঘটনার মাধ্যমেও জানতে পারি। জানা যায় যে, দুর্বাসা মুনি এক বছর ধরে সর্বত্র ভ্রমণ করে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য চিদাকাশে গিয়েছিলেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের গণনা অনুসারে, কেউ যদি আলোকের গতিতে ভ্রমণ করে, তাহলে এই জড় জগতের সর্বোচ্চ লোকে পৌঁছাতে তার ৪০,০০০ বছর লাগবে। কিন্তু যোগশক্তির প্রভাবে অনায়াসে সীমাহীনভাবে বিচরণ করা যায়। এই শ্লোকে *যোগমায়া* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। *যোগমায়াবলেন বিকুণ্ঠম্* । চিৎ জগতে যে দিব্য আনন্দ ও অন্য সমস্ত চিন্ময় প্রকাশ প্রদর্শিত হয়, সেইগুলি সম্ভব হয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি বা যোগমায়ার প্রভাবে।

শ্লোক ২৭

তস্মিন্নতীত্য মুনয়ঃ ষড়সজ্জমানাঃ
কক্ষাঃ সমানবয়সাবথ সপ্তমায়াম্ ।
দেবাবচক্ষত গৃহীতগদৌ পরার্ধ্য-
কেয়ূরকুণ্ডলকিরীটবিটঙ্কবেষৌ ॥ ২৭ ॥

তস্মিন্—সেই বৈকুণ্ঠে; অতীত্য—অতিক্রম করে; মুনয়ঃ—মহর্ষিগণ; ষট্—ছয়; অসজ্জমানাঃ—অধিক আকৃষ্ট না হয়ে; কক্ষাঃ—প্রাচীর; সমান—সমান; বয়সৌ—বয়স্ক; অথ—তারপর; সপ্তমায়াম্—সপ্তম দ্বারে; দেবৌ—বৈকুণ্ঠের দুজন দ্বারপাল; অচক্ষত—দেখেছিলেন; গৃহীত—গ্রহণ করে; গদৌ—গদা; পর-অর্ধ্য—সবচাইতে মূল্যবান; কেয়ূর—কঙ্কণ; কুণ্ডল—কুণ্ডল; কিরীট—মুকুট; বিটঙ্ক—সুন্দর; বেষৌ—পরিধান।

অনুবাদ

ভগবানের আবাস বৈকুণ্ঠপুরীর ছয়টি দ্বার তাঁরা অতিক্রম করলেন। সেখানকার সাজসজ্জার প্রতি একটুও আশ্চর্য অনুভব না করে, তাঁরা সপ্তম দ্বারে গদাধারী, সমবয়স্ক ও জ্যোতির্ময় দুজন দ্বারপালকে দর্শন করলেন, যাঁরা অত্যন্ত মূল্যবান কেয়ূর, কুণ্ডল, কিরীট আদি অলঙ্কারে ভূষিত ছিলেন।

তাৎপর্য

ঋষিরা বৈকুণ্ঠপুরীতে ভগবানকে দর্শন করার জন্য এতই আগ্রহী ছিলেন যে, ছয়টি দ্বার অতিক্রম করার সময় সেইগুলির অপ্রাকৃত সাজসজ্জা দর্শনে তাঁদের কোন রুচি ছিল না। কিন্তু সপ্তম দ্বারে তাঁরা দুজন সমবয়স্ক দ্বারপাল দর্শন করেছিলেন। দ্বারপালদের সমবয়স্ক হওয়ার কারণ এই যে, বৈকুণ্ঠলোকে বার্ধক্য নেই, তাই সেখানে বোঝা যায় না যে, কে বড় ও কে ছোট। বৈকুণ্ঠবাসীরা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণেরই মতো শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম দ্বারা বিভূষিত।

শ্লোক ২৮

মত্তদ্বিরেফবনমালিকয়া নিবীতৌ
বিন্যস্তয়াসিতচতুষ্টয়বাহুমধ্যে ।
বক্ত্রং ভ্রুবা কুটিলয়া স্ফুটনির্গমাভ্যাং
রক্তেক্ষণেন চ মনাগ্রভসং দধানৌ ॥ ২৮ ॥

মত্ত—উন্মত্ত; দ্বি-রেফ—ভ্রমর; বন-মালিকয়া—বনমালার দ্বারা; নিবীতৌ—কণ্ঠে দোদুল্যমান; বিনাস্তয়া—বিন্যস্ত; অসিত—নীল; চতুষ্টয়—চার; বাহু—ভুজ; মধ্যে—মধ্যে; বক্ত্রম্—মুখ; ভুবা—তাঁদের ভ্রূর দ্বারা; কুটিলয়া—বঙ্কিম; স্ফুট—উৎফুল্ল; নির্গমাভ্যাম্—শ্বাস-প্রশ্বাস; রক্ত—রক্তিম; ঈক্ষণেন—চক্ষুর দ্বারা; চ—এবং; মনাক্—কিঞ্চিৎ; রভসম্—বিক্ষুব্ধ; দধানৌ—দেখেন।

অনুবাদ

সেই দ্বারপালদ্বয় মত্ত ভ্রমরবেষ্টিত বনমালার দ্বারা ভূষিত ছিলেন, যা তাঁদের নীল বর্ণ বাহুচতুষ্টয়ের মধ্যে বিন্যস্ত ছিল। তাঁদের বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গি, অসন্তুষ্ট নাসাপুট ও আরক্তিম লোচনের দ্বারা উভয়কেই কিছুটা ক্ষুব্ধ বলে মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

তাঁদের মালাগুলি ভ্রমরদের আকৃষ্ট করছিল, কেননা তা ছিল তাজা ফুলের মালা। বৈকুণ্ঠলোকে সব কিছুই তাজা, নতুন ও চিন্ময়। বৈকুণ্ঠবাসীদের দেহের রঙ নীলাভ এবং তাঁরা নারায়ণের মতো চতুর্ভুজ।

শ্লোক ২৯

দ্বার্যেতয়োর্নিবিবিশুর্মিষতোরপৃষ্ট্বা
পূর্বা যথা পুরটবজ্রকপাটিকা যাঃ ।
সর্বত্র তেঽবিষময়া মুনয়ঃ স্বদৃষ্ট্যা
যে সঞ্চরন্ত্যবিহতা বিগতাভিশঙ্কাঃ ॥ ২৯ ॥

দ্বারি—দ্বারে; এতয়োঃ—উভয় দ্বারপাল; নিবিবিশুঃ—প্রবেশ করেছিলেন; মিষতোঃ—দর্শন করতে করতে; অপৃষ্ট্বা—জিজ্ঞাসা না করে; পূর্বাঃ—পূর্বের মতো; যথা—যেমন; পুরট—স্বর্ণ নির্মিত; বজ্র—হীরক; কপাটিকাঃ—কপাট; যাঃ—যা; সর্বত্র—সর্বত্র; তে—তাঁরা; অবিষময়া—বৈষম্য জ্ঞানরহিত; মুনয়ঃ—মহর্ষিগণ; স্ব-দৃষ্ট্যা—স্বেচ্ছায়; যে—যিনি; সঞ্চরন্তি—বিচরণ করে; অবিহতাঃ—বাধা প্রাপ্ত না হয়ে; বিগত—বিনা; অভিশঙ্কাঃ—আশঙ্কা।

অনুবাদ

সনকাদি ঋষিদের গতি সর্বত্র অবারিত ছিল। তাঁরা 'আপন' ও 'পর', এইরূপ বৈষম্য জ্ঞানরহিত ছিলেন। উন্মুক্ত অন্তরে তাঁরা স্বর্ণ ও হীরক নির্মিত অন্য ছয়টি দ্বার যেভাবে অতিক্রম করেছিলেন, সেইভাবে তাঁরা সপ্তম দ্বারেও প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার নামক মহর্ষিগণ যদিও ছিলেন অত্যন্ত বৃদ্ধ, তবুও তাঁদের রূপ ছিল শিশুর মতো। তাঁদের মধ্যে কোন রকম কপটতা ছিল না, এবং অনধিকার প্রবেশের কোন রকম ভাবনা ব্যতীতই ছোট্ট শিশুর মতো তাঁরা দ্বারে প্রবেশ করেছিলেন। শিশুর প্রকৃতিই এই রকম। শিশু যে কোন স্থানে প্রবেশ করতে পারে, এবং কেউ তাকে বাধা দেয় না। প্রকৃতপক্ষে, কোন শিশু কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করলে, সকলে তাকে সাধারণত স্বাগত জানায়, কিন্তু তাকে যদি প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়, তাহলে সে স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত ব্যথিত হয় এবং ক্ষুব্ধ হয়। সেইটি শিশুর স্বভাব। এই ক্ষেত্রে, তাই হয়েছিল। শিশুসদৃশ মহাত্মাগণ যখন প্রাসাদের ছয়টি দরজা অতিক্রম করেছিলেন, তখন তাঁদের কেউ বাধা দেয়নি; তাই সপ্তম দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সময় যখন গদাধারী দ্বারীদের দ্বারা প্রতিহত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ব্যথিত হয়েছিলেন। সেই অবস্থায় একজন সাধারণ শিশু হলে কাঁদতে শুরু করত, কিন্তু যেহেতু তাঁরা সাধারণ শিশু ছিলেন না, তাই তাঁরা তৎক্ষণাৎ সেই দ্বারপালদের দণ্ড দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, কেননা দ্বারপালেরা এক মহা অপরাধ করেছিলেন। এমনকি আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে কোথাও সাধুদের প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয় না।

শ্লোক ৩০

তান্ বীক্ষ্য বাতবসনাংশ্চতুরঃ কুমারান্
বৃদ্ধান্দশার্ধবয়সো বিদিতাত্মতত্ত্বান্ ।
বেত্রেণ চাস্খলয়তামতদর্হণাংস্তৌ
তেজো বিহস্য ভগবৎপ্রতিকূলশীলৌ ॥ ৩০ ॥

তান্—তাঁদের; বীক্ষ্য—দর্শন করে; বাত-বসনান্—দিগম্বর; চতুরঃ—চার; কুমারান্—বালকগণ; বৃদ্ধান্—বৃদ্ধ; দশ-অর্ধ—পাঁচ বছর; বয়সঃ—বয়স বলে প্রতীত হয়; বিদিত—উপলব্ধি করেছেন; আত্ম-তত্ত্বান্—আত্মতত্ত্ব; বেত্রেণ—তাঁদের বেত্রের দ্বারা; চ—ও; অস্খলয়তাম্—নিষেধ করেছিলেন; অ-তৎ-অর্হণান্—তাঁদের কাছ থেকে এই রকম আশা না করে; তৌ—সেই দুই দ্বারপাল; তেজঃ—মহিমা; বিহস্য—সদাচারের বিধি উপেক্ষা করে; ভগবৎ-প্রতিকূল-শীলৌ—ভগবানের অসন্তোষকারক স্বভাব সমন্বিত।

অনুবাদ

সেই চারজন দিগম্বর বালক-ঋষিরা যদিও ছিলেন সমস্ত জীবেদের মধ্যে সবচাইতে বৃদ্ধ ও আত্ম-তত্ত্ববেত্তা, তবুও তাঁদের দেখতে ঠিক পাঁচ বছরের শিশুর মতো। কিন্তু ভগবানের অসন্তোষকারক স্বভাব সমন্বিত সেই দ্বারপালেরা যখন ঋষিদের দেখলেন, তখন তাঁরা তাঁদের মহিমার অবজ্ঞা করে তাঁদের পথ অবরোধ করলেন, যদিও ঋষিদের প্রতি তাঁদের এই ব্যবহার ছিল অনুচিত।

তাৎপর্য

সেই চারজন ঋষি ছিলেন ব্রহ্মার প্রথম সন্তান। তাই সমস্ত জীব এমনকি শিবেরও জন্ম হয়েছিল তাঁদের পরে, এবং তাই তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁদের থেকে ছোট। যদিও তাঁদের পাঁচ বছরের শিশুর মতো মনে হচ্ছিল, এবং তাঁরা উলঙ্গ হয়ে সর্বত্র বিচরণ করতেন, তবুও কুমারেরা ছিলেন অন্য সমস্ত জীবেদের থেকে জ্যেষ্ঠ ও আত্ম-তত্ত্ববেত্তা। এই প্রকার মহাত্মাদের বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু ঘটনাক্রমে দ্বারপালেরা তাঁদের প্রবেশ পথে বাধা দিয়েছিলেন। তা ঠিক হয়নি। ভগবান সর্বদাই কুমারদের মতো মহর্ষিদের সেবা করতে উৎসুক, কিন্তু তা জানা সত্ত্বেও দ্বারপালেরা আশ্চর্যজনকভাবে দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করে তাঁদের প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

তাভ্যাং মিষৎস্বনিমিষেষু নিষিধ্যমানাঃ
সুহৃত্তমা হ্যপি হরেঃ প্রতিহারপাভ্যাম্ ।
ঊচুঃ সুহৃত্তমদিদৃক্ষিতভঙ্গ ঈষৎ
কামানুজেন সহসা ত উপপ্লুতাক্ষাঃ ॥ ৩১ ॥

তাভ্যাম্—সেই দুই দ্বারপালের দ্বারা; মিষৎসু—দর্শন করার সময়; অনিমিষেষু—বৈকুণ্ঠবাসী দেবতাগণ; নিষিধ্যমানাঃ—নিবারিত হয়ে; সু-অর্হত্তমাঃ—সবচাইতে যোগ্য ব্যক্তিগণ; হি অপি—যদিও; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবান হরির; প্রতিহার-পাভ্যাম্—দুই দ্বারপালের দ্বারা; ঊচুঃ—বলেছিলেন; সুহৃৎ-তম—প্রিয়তম; দিদৃক্ষিত—দর্শনের আকাঙ্ক্ষা; ভঙ্গে—প্রতিহত হওয়ায়; ঈষৎ—অল্প; কাম-অনুজেন—কামের ছোট ভাই (ক্রোধের) দ্বারা; সহসা—হঠাৎ; তে—সেই মহর্ষিগণ; উপপ্লুত—বিক্ষুব্ধ হয়ে; অক্ষাঃ—নেত্র।

অনুবাদ

সবচাইতে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কুমারেরা যখন বৈকুণ্ঠস্থ দেবতাদের দৃষ্টির সমক্ষে শ্রীহরির সেই দুইজন দ্বারপালদের দ্বারা প্রতিহত হলেন, তখন তাঁদের পরম প্রিয় প্রভু ভগবান শ্রীহরিকে দর্শন করার গভীর আকাঙ্ক্ষার ফলে তাঁরা ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁদের চক্ষু সহসা রক্তিম হয়ে উঠল।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে সন্ন্যাসী গৈরিক বসন ধারণ করেন। এই গৈরিক বসন সাধু ও সন্ন্যাসীদের যে কোন স্থানে গমন করার অধিকারপত্র। সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে সকলকে কৃষ্ণভক্তি দান করা। যাঁরা সন্ন্যাস আশ্রমে রয়েছেন, তাঁদের ভগবানের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। তাই বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় সন্ন্যাসীদের কখনও কোথাও যেতে বাধা দেওয়া হয় না। তিনি তাঁর ইচ্ছামতো সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন, এবং গৃহস্থদের কাছ থেকে যে কোন উপহার দাবি করতে পারেন। কুমারেরা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে দর্শন করতে এসেছিলেন। সুহৃত্তম, বা 'সমস্ত বন্ধুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। *সুহৃদং সর্বভূতানাম্* । ভগবানের থেকে অধিক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু জীবের আর কেউ নেই। তিনি সকলের প্রতি এতই করুণাময় যে, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলেও তিনি কখনও কখনও স্বয়ং আসেন, যেমন এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণ নিজে এসেছিলেন, এবং কখনও কখনও তাঁর ভক্তরূপে আসেন, যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন, এবং কখনও কখনও তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের পাঠান অধঃপতিত জীবেদের উদ্ধার করার জন্য। তাই তিনি হচ্ছেন সকলেরই পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, এবং কুমারেরা তাঁকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন। দ্বারপালদের জানা উচিত ছিল যে, চতুঃসনদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না, এবং তাই প্রাসাদে প্রবেশ করতে তাঁদের বাধা দেওয়া সমীচীন হয়নি।

এই শ্লোকে আলঙ্কারিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঋষিদের যখন তাঁদের পরম প্রিয় ভগবানকে দর্শন করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, তখন কামের ছোট ভাই সহসা সেখানে আবির্ভূত হয়েছিল। কামের ছোট ভাই হচ্ছে ক্রোধ। কামনা যদি পূর্ণ না হয়, তখন তার ছোট ভাই ক্রোধের উদয় হয়। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, কুমারদের মতো মহর্ষিরাও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের এই ক্রোধ ব্যক্তিগত স্বার্থে হয়নি। তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কেননা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন

করার জন্য তাঁদের প্রাসাদে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। তাই অনেকে মনে করে যে, পূর্ণতার স্তরে ক্রোধ থাকা উচিত নয়, এই শ্লোকে সেই মতবাদ সমর্থন করা হয়নি। মুক্ত অবস্থাতেও ক্রোধ থাকে। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনকারী কুমার-ভ্রাতাগণ ছিলেন মুক্ত পুরুষ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কেননা ভগবানের সেবায় তাঁরা বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের ক্রোধ এবং মুক্ত পুরুষের ক্রোধের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে যখন বাধা পড়ে, তখন সে ক্রুদ্ধ হয়, কিন্তু কুমারদের মতো মুক্ত পুরুষেরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা সম্পাদনে বাধা প্রাপ্ত হলে ক্রুদ্ধ হন।

পূর্ববর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুমারেরা ছিলেন মুক্ত পুরুষ। *বিদিতাত্মতত্ত্ব* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, 'যিনি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন।' যিনি আত্মতত্ত্ব বোঝেন না, তাকে বলা হয় মূর্খ, কিন্তু যিনি আত্মা, পরমাত্মা, তাঁদের পরস্পরের সম্পর্ক এবং আত্ম-উপলব্ধির কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত, তাঁকে বলা হয় *বিদিতাত্মতত্ত্ব*। কুমারেরা যদিও ছিলেন মুক্ত পুরুষ, তা সত্ত্বেও তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তখন ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়ে যায়। মুক্ত অবস্থাতেও ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ চলতে থাকে। তবে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, মুক্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ কেবল কৃষ্ণভাবনায় সম্পাদিত হয়, আর বদ্ধ অবস্থায় তা সম্পাদিত হয় নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য।

শ্লোক ৩২

মুনয় ঊচুঃ

কো বামিহেত্য ভগবৎপরিচর্যয়োচ্চৈ-
স্তদ্ধর্মিণাং নিবসতাং বিষমঃ স্বভাবঃ ।
তস্মিন্ প্রশান্তপুরুষে গতবিগ্রহে বাং
কো বাত্মবৎকুহকয়োঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ ॥ ৩২ ॥

মুনয়ঃ—মহর্ষিগণ; **ঊচুঃ**—বললেন; **কঃ**—কে; **বাম্**—আপনারা দুজনে; **ইহ**—এই বৈকুণ্ঠে; **এত্য**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পরিচর্যয়া**—সেবার দ্বারা; **উচ্চৈঃ**—পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের প্রভাবে বিকশিত; **তৎ-ধর্মিণাম্**—ভক্তদের; **নিবসতাম্**—বৈকুণ্ঠে বাস করে; **বিষমঃ**—অসঙ্গতিপূর্ণ; **স্বভাবঃ**—মনোভাব; **তস্মিন্**—ভগবানে; **প্রশান্ত-পুরুষে**—যিনি উদ্বেগরহিত; **গত-বিগ্রহে**—যাঁর কোন শত্রু নেই;

বাম্—আপনাদের দুজন; কঃ—কে; বা—অথবা; আত্ম-বৎ—আপনাদের মতো; কুহকয়োঃ—কপট মনোভাবসম্পন্ন; পরিশঙ্কনীয়ঃ—বিশ্বাসের অযোগ্য।

অনুবাদ

মহর্ষিগণ বললেন—এই দুজন কে? যাঁরা ভগবানের সেবায় অধিষ্ঠিত, তাঁদের মধ্যে ভগবানেরই মতো গুণাবলীর বিকাশ হয়; কিন্তু ভগবানের সেবার সর্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও এদের এই বিষম স্বভাব কেন? এরা বৈকুণ্ঠে বাস করছে কিভাবে? বৈরীভাবাপন্ন মানুষের ভগবানের ধামে প্রবেশ সম্ভব হয়েছে কিভাবে? ভগবানের কোন শত্রু নেই। তাহলে কে তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হতে পারে? সম্ভবত এই দুই ব্যক্তি ভণ্ড; তাই তারা অন্যদেরও তাদেরই মতো বলে মনে করে।

তাৎপর্য

বৈকুণ্ঠবাসী ও জড় জগতের অধিবাসীদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, বৈকুণ্ঠ-লোকের অধিবাসীরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত, এবং তাঁরা ভগবানের সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত। মহাজনগণ বিশ্লেষণ করেছেন যে, কোন বদ্ধ জীব যখন মুক্ত হয় এবং ভগবানের ভক্ত হয়, তখন তাঁর মধ্যে ভগবানের গুণাবলীর প্রায় শতকরা ঊনআশী ভাগ সদ্‌গুণ বিকশিত হয়। তাই বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান ও তাঁর ভক্তদের মধ্যে কোন রকম বৈরীভাবের কোন প্রশ্ন ওঠে না। এই জড় জগতে নাগরিকেরা রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হতে পারে, কিন্তু বৈকুণ্ঠে সেই রকম কোন মনোভাব নেই। সমস্ত সদ্‌গুণগুলি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত না হলে, বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করার অনুমতি পাওয়া যায় না। সদ্‌গুণ কথাটির মূলতত্ত্ব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগতি স্বীকার করা। তাই দুজন দ্বারপাল যখন মহর্ষিদের বাধা দিয়েছিলেন, তখন তাঁদের সেই আচরণ বৈকুণ্ঠোচিত হয়নি, এবং তা দেখে সেই মহর্ষিরা বিস্মিত হয়েছিলেন। এখানে বলা যেতে পারে যে, দ্বারপালের কর্তব্য হচ্ছে কাকে প্রাসাদে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে এবং কাকে দেওয়া হবে না, তা নির্ধারণ করা। কিন্তু এই বিষয়ে তা প্রাসঙ্গিক নয়, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তির মনোভাব বিকাশ করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করতে পারে না। ভগবানের কোন শত্রুই বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করতে পারে না। কুমারগণ তাই স্থির করেছিলেন যে, দ্বারপাল কর্তৃক তাঁদের প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার কারণ হচ্ছে, সেই দ্বারপালেরা ছিল ভণ্ড।

শ্লোক ৩৩

ন হ্যন্তরং ভগবতীহ সমস্তকুক্ষা-
বাত্মানমাত্মনি নভো নভসীব ধীরাঃ ।
পশ্যন্তি যত্র যুবয়োঃ সুরলিঙ্গিনোঃ কিং
ব্যুৎপাদিতং হ্যুদরভেদি ভয়ং যতোঽস্য ॥ ৩৩ ॥

ন—না; হি—কারণ; অন্তরম্—ভেদভাব; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবানে; ইহ—এখানে; সমস্ত-কুক্ষৌ—সব কিছু তাঁর উদরে অবস্থিত; আত্মানম্—জীব; আত্মনি—পরমাত্মায়; নভঃ—স্বল্প পরিমাণ আকাশ; নভসি—মহাকাশে; ইব—যেমন; ধীরাঃ—বিজ্ঞ ব্যক্তিরা; পশ্যন্তি—দেখেন; যত্র—যার মধ্যে; যুবয়োঃ—তোমরা দুজনে; সুর-লিঙ্গিনোঃ—বৈকুণ্ঠবাসীদের মতো বেশধারী; কিম্—কিভাবে; ব্যুৎপাদিতম্—বিশেষভাবে উৎপাদিত; হি—নিশ্চয়ই; উদর-ভেদি—দেহ ও আত্মার ভেদ; ভয়ম্—ভয়; যতঃ—কোথা থেকে; অস্য—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠলোকে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে, ঠিক যেমন ক্ষুদ্র আকাশের সঙ্গে মহাকাশের সামঞ্জস্যের মতো। তাহলে এই সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে এই ভয়ের বীজ কেন? এই দুই ব্যক্তি বৈকুণ্ঠবাসীদের মতো বেশধারণ করেছে, কিন্তু এদের এই অসামঞ্জস্য এলো কোথা থেকে?

তাৎপর্য

এই জড় জগতে যেমন প্রত্যেক রাষ্ট্রে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে—আভ্যন্তরীণ বিভাগ এবং অপরাধ বিভাগ—তেমনই, ভগবানের সৃষ্টিতে দুটি বিভাগ রয়েছে। এই জড় জগতে যেমন আমরা দেখি যে, অপরাধ বিভাগটি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিভাগ থেকে অনেক অনেক ছোট, তেমনই এই জড় জগৎ, যাকে ভগবানের রাজ্যের অপরাধ বিভাগ বলে বিবেচনা করা হয়, তা হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টির এক চতুর্থাংশ। এই জড় জগতের সমস্ত জীবেরাই ন্যূনাধিক পরিমাণে অপরাধ ভাবাপন্ন, কেননা তারা ভগবানের আদেশ পালন করতে চায় না, অথবা তারা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করার বিরোধী। সৃষ্টিতত্ত্ব হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবান আনন্দময়, এবং তাঁর চিন্ময় আনন্দ বর্ধনের জন্য তিনি বহু হন। আমাদের মতো জীবেরা পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করা। তাই, যখন সেই সামঞ্জস্যে কোন ত্রুটি হয়, তখনই জীব মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিকে বলা হয় জড় জগৎ, এবং ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিকে বৈকুণ্ঠ বা ভগবানের রাজ্য বলা হয়। বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান ও সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নেই। তাই বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের সৃষ্টি পূর্ণ। সেখানে ভয়ের কোন কারণ নেই। ভগবানের সমগ্র রাজ্য এমনই পূর্ণরূপে সামঞ্জস্য সমন্বিত যে, সেখানে শত্রুতার কোন সম্ভাবনা নেই। সেখানে সব কিছুই পরমতত্ত্ব। শরীরে যেমন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে, তবুও উদরের তৃপ্তিসাধনের জন্য তারা একত্রে কার্য করে, এবং একটি যন্ত্রে যেমন হাজার হাজার অংশ থাকে, তবুও যন্ত্রের কার্যকলাপ সম্পাদন করার জন্য তারা সম্মিলিতভাবে কার্য করে, তেমনই বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ, এবং সেখানকার সমস্ত অধিবাসীরাই সর্বতোভাবে তাঁর সেবায় যুক্ত।

মায়াবাদী বা নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে বলে যে, ছোট আকাশ বা ঘটাকাশ এবং মহাকাশ এক, কিন্তু এই ধারণাটি যুক্তিহীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মহাকাশ ও ঘটাকাশের এই দৃষ্টান্তটি মানুষের দেহেও প্রযোজ্য। দেহটি হচ্ছে মহাকাশ এবং অস্ত্র আদি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গগুলি ক্ষুদ্র আকাশের মতো। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমগ্র দেহের একটি ক্ষুদ্র অংশরূপে অধিকার করে থাকলেও, তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের সমগ্র সৃষ্টি, এবং আমাদের মতো সৃষ্ট জীবেরা, অথবা অন্য যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তা সবই হচ্ছে সেই বৃহৎ শরীরের ক্ষুদ্র অংশ। দেহের অংশ কখনই সমগ্র দেহের সমান নয়। তা কখনই সম্ভব নয়। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবেরা চিরকালই তাঁর বিভিন্ন অংশ। মায়াবাদী দার্শনিকদের মতে, মায়ার প্রভাবে জীব নিজেকে অংশ বলে মনে করে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সে হচ্ছে পরম পূর্ণের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন। এই মতবাদ যুক্তিযুক্ত নয়। পূর্ণের সঙ্গে অংশের ঐক্য গুণগতভাবে। আয়তনগতভাবে ক্ষুদ্র আকাশ ও মহাকাশ এক হতে পারে না, কেননা ক্ষুদ্র আকাশ কখনও মহাকাশ হয়ে যায় না।

বৈকুণ্ঠলোকে ভেদ সৃষ্টি করে শাসন করার রাজনীতির কোন প্রয়োজন হয় না, কেননা সেখানে ভগবান এবং সেখানকার অধিবাসীদের স্বার্থ এক হওয়ায়, সেখানে কোন রকম ভয় নেই। *মায়া* মানে হচ্ছে জীব ও ভগবানের মধ্যে অসামঞ্জস্য, এবং বৈকুণ্ঠের অর্থ হচ্ছে তাঁদের মধ্যে সুসামঞ্জস্য। প্রকৃতপক্ষে, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের ভরণপোষণ এবং সংরক্ষণ করেন, কেননা তিনি হচ্ছেন পরম আত্মা।

কিন্তু মূর্খ মানুষেরা পরম আত্মার নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করে, এবং সেই অবস্থাকে বলা হয় মায়া। কখনও কখনও তারা ভগবান বলে যে কেউ আছেন, তাই স্বীকার করতে চায় না। তারা বলে, "সব কিছুই শূন্য"। আবার কখনও কখনও তারা অন্যভাবে তাঁকে অস্বীকার করে বলে—"ভগবান থাকতে পারে, কিন্তু তার কোন রূপ নেই।" এই দুটি ধারণারই উদয় হয় জীবের বিদ্রোহী মনোভাব থেকে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিদ্রোহী মনোভাব থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত জড় জগতে অসামঞ্জস্য থাকবেই।

সামঞ্জস্য অথবা অসামঞ্জস্য অনুভব করা যায় কোন বিশেষ স্থানের আইন ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে। ধর্ম হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দেওয়া আইন ও শৃঙ্খলা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আমরা দেখতে পাই যে, ধর্ম মানে হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনার অমৃত। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "অন্য সমস্ত ধর্মের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণ গ্রহণ কর।" এইটি হচ্ছে ধর্ম। কেউ যখন পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ভোক্তা এবং পরম ঈশ্বর, তখন তিনি সেই অনুসারে কার্য করেন, সেইটি হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম। যা কিছু এই তত্ত্বের বিরোধী, তা ধর্ম নয়। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন, "অন্য সমস্ত ধর্মের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ কর।" চিৎ জগতে কৃষ্ণভক্তির এই ধর্মতত্ত্ব সামঞ্জস্য সহকারে পালন করা হয়, তাই সেই জগৎকে বলা হয় বৈকুণ্ঠ। সেই তত্ত্ব যদি এখানে পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহলে এই জগৎও বৈকুণ্ঠে পরিণত হবে। সেই সত্য যে কোন সমাজ বা সংঘের বেলায়ও প্রযোজ্য, যেমন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ—যদি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যেরা বিশ্বাস সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে জীবনযাপন করেন, ভগবদ্গীতার আদর্শ অনুসারে সামঞ্জস্য সহকারে বসবাস করেন, তাহলে তাঁরা আর এই জড় জগতে বাস করছেন না, তাঁরা বাস করছেন বৈকুণ্ঠলোকে।

শ্লোক ৩৪

তদ্বামমুষ্য পরমস্য বিকুণ্ঠভর্তুঃ
কর্তুং প্রকৃষ্টমিহ ধীমহি মন্দধীভ্যাম্ ।
লোকানিতো ব্রজতমন্তরভাবদৃষ্ট্যা
পাপীয়সস্ত্রয় ইমে রিপবোঽস্য যত্র ॥ ৩৪ ॥

তৎ—তাই; বাম্—এই দুজনকে; অমুষ্য—তাঁর; পরমস্য—পরম; বিকুণ্ঠ-ভর্তুঃ—বৈকুণ্ঠ-অধিপতি; কর্তুম্—প্রদান করার জন্য; প্রকৃষ্টম্—লাভ; ইহ—এই অপরাধের

বিষয়ে; ধীমহি—আমরা বিবেচনা করি; মন্দ-ধীভ্যাম্—যাদের বুদ্ধিমত্তা মন্দ; লোকান্—জড় জগতের; ইতঃ—এই স্থান (বৈকুণ্ঠ) থেকে; ব্রজতম্—যাও; অন্তর-ভাব—ভেদ ভাব; দৃষ্ট্যা—দর্শন করার ফলে; পাপীয়সঃ—পাপী; ত্রয়ঃ—তিন; ইমে—এই; রিপবঃ—শত্রুগণ; অস্য—জীবাত্মার; যত্র—যেখানে।

অনুবাদ

তাই আমরা বিচার করে দেখব, এই দুজন কলুষিত ব্যক্তিদের কিভাবে দণ্ড দেওয়া উচিত। এই দণ্ডবিধান উপযুক্ত হওয়া উচিত, যার ফলে পরিণামে এদের উপকার হবে। যেহেতু এরা বৈকুণ্ঠে ভেদ ভাব দর্শন করছে, তাই তারা কলুষিত এবং এদের এখান থেকে জড় জগতে স্থানান্তরিত করা উচিত, যেখানে জীবদের তিন প্রকার শত্রু রয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তবিংশতি শ্লোকে শুদ্ধ জীবাত্মার এই জড় জগতে বর্তমান পরিস্থিতিতে আসার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই জড় জগৎ হচ্ছে ভগবানের অপরাধীদের দণ্ড দেওয়ার বিভাগ। উল্লেখ করা হয়েছে যে, যতক্ষণ জীব শুদ্ধ থাকে, ততক্ষণ ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে তাঁর পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকে, কিন্তু যখনই সে অশুদ্ধ হয়ে যায়, তখন ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে তার আর সামঞ্জস্য থাকে না। কলুষিত হওয়ার ফলে তাকে জোর করে এই জড় জগতে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে জীবের কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি শত্রু রয়েছে। জীবের এই তিনটি শত্রু জীবকে জড় জগতে থাকতে বাধ্য করে, এবং কেউ যখন এদের বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করার যোগ্য হন। তাই ইন্দ্রিয়-সুখভোগের সুযোগের অভাব হলে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়, এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত লাভ করার জন্য লোভ করা উচিত নয়। এই শ্লোকে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুই দ্বারপালকে জড় জগতে পাঠানো উচিত হবে, যেখানে অপরাধীদের বাস করতে দেওয়া হয়। যেহেতু অপরাধের মূল কারণ হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রোধ এবং অনর্থক কাম, তাই যারা এই তিনটি রিপুর দ্বারা পরিচালিত হয়, তারা কখনই বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে পারে না। মানুষের উচিত ভগবদ্গীতার অনুশীলন করা এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্বলোক মহেশ্বররূপে স্বীকার করা। তাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার চেষ্টার পরিবর্তে, পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের অনুশীলন করা। কৃষ্ণভক্তির শিক্ষা মানুষকে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে সাহায্য করবে।

শ্লোক ৩৫

তেষামিতীরিতমুভাববধার্য ঘোরং
তং ব্রহ্মদণ্ডমনিবারণমস্ত্রপূগৈঃ ।
সদ্যো হরেরনুচরাবুরু বিভ্যতস্তৎ-
পাদগ্রহাবপততামতিকাতরেণ ॥ ৩৫ ॥

তেষাম্—চার কুমারদের; ইতি—এইভাবে; ঈরিতম্—উচ্চারিত; উভৌ—উভয় দ্বারপাল; অবধার্য—বুঝতে পেরে; ঘোরম্—ভয়ানক; তম্—তা; ব্রহ্ম-দণ্ডম্—ব্রাহ্মণের অভিশাপ; অনিবারণম্—অনিবার্য; অস্ত্র-পূগৈঃ—কোন অস্ত্রের দ্বারা; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; অনুচরৌ—ভক্তগণ; উরু—অত্যন্ত; বিভ্যতঃ—ভীত হয়েছিল; তৎ-পাদ-গ্রহৌ—তাঁদের পায়ে ধরে; অপততাম্—নিপতিত হয়েছিল; অতি-কাতরেণ—অত্যন্ত কাতরভাবে।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠের সেই দুইজন দ্বারপাল, যাঁরা অবশ্যই ভগবানের ভক্ত ছিলেন, তাঁরা যখন বুঝতে পারলেন যে, সেই ব্রাহ্মণেরা তাঁদের অভিশাপ দিতে যাচ্ছেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত ভীত হয়ে কাতরভাবে সেই মুনিদের পায়ে ধরে ভূমিতে নিপতিত হয়েছিলেন, কেননা কোন অস্ত্রের দ্বারাও ব্রাহ্মণের অভিশাপ নিবারণ করা যায় না।

তাৎপর্য

যদিও ঘটনাক্রমে সেই ব্রাহ্মণদের বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করতে বাধা দিয়ে দ্বারপালেরা ভুল করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা তৎক্ষণাৎ অভিশাপের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। অনেক প্রকার অপরাধের মধ্যে বৈষ্ণব অপরাধ হচ্ছে সব থেকে বড় অপরাধ। যেহেতু বৈকুণ্ঠের দ্বারপালেরা ছিলেন ভক্ত, তাই তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, এবং চার কুমারেরা যখন তাঁদের অভিশাপ দিতে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

শ্লোক ৩৬

ভূয়াদঘোনি ভগবদ্ভিরকারি দণ্ডো
যো নৌ হরেত সুরহেলনমপ্যশেষম্ ।
মা বোঽনুতাপকলয়া ভগবৎস্মৃতিঘ্নো
মোহো ভবেদিহ তু নৌ ব্রজতোরধোঽধঃ ॥ ৩৬ ॥

ভূয়াৎ—হোক; অঘোনি—পাপীদের জন্য; ভগবদ্ভিঃ—আপনাদের দ্বারা; অকারি—করা হয়েছে; দণ্ডঃ—দণ্ড; যঃ—যা; নৌ—আমাদের সম্পর্কে; হরেত—বিনাশ করা উচিত; সুর-হেলনম্—মহান দেবতাদের অবহেলা; অপি—নিশ্চয়ই; অশেষম্—অসীম; মা—না; বঃ—আপনাদের; অনুতাপ—অনুতাপ; কলয়া—স্বল্প মাত্রায়; ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবানের; স্মৃতি-ঘ্নঃ—স্মৃতির বিনাশ; মোহঃ—মোহ; ভবেৎ—হওয়া উচিত; ইহ—এই মূর্খজীবনে; তু—কিন্তু; নৌ—আমাদের; ব্রজতোঃ—যারা যাচ্ছে; অধঃ অধঃ—ক্রমশ অধোগামী জড় জগতে।

অনুবাদ

ঋষিদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে দ্বারপালেরা বললেন—আপনাদের মতো মহর্ষিদের সম্মান না করার দরুন আপনারা যে আমাদের দণ্ড দিয়েছেন, তা উচিতই হয়েছে। কিন্তু আমরা প্রার্থনা করি যে, আমাদের অনুতাপ দর্শন করে আপনারা এই অনুগ্রহ করুন, আমাদের উত্তরোত্তর অধোগামী হওয়ার সময়েও যেন ভগবৎ বিস্মৃতিজনিত মোহ আমাদের অভিভূত না করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত যে কোন প্রকার কঠোর দণ্ড সহ্য করতে পারেন, কিন্তু ভগবৎ বিস্মৃতি সহ্য করতে পারেন না। সেই দুইজন দ্বারপাল ছিলেন ভগবদ্ভক্ত, তাঁদের প্রতি যে দণ্ডবিধান করা হয়েছিল তা তারা বুঝতে পেরেছিলেন, কেননা সেই মহর্ষিদের বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করতে না দেওয়ার ফলে, তাঁরা যে মহা অপরাধ করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন ছিলেন। পশুযোনিসহ নিম্নতম যোনিতে ভগবৎ বিস্মৃতি অত্যন্ত প্রবল। দ্বারপালেরা জানতেন যে, তাঁরা জড় জগৎরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হচ্ছেন, এবং তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে, তাঁরা নিম্নতম যোনিতে অধঃপতিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে যেতে পারেন। তাই তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন যে, সেই অভিশাপের ফলে যেই যোনিতেই তাঁরা জন্মগ্রহণ করতে যাচ্ছেন তাতে যেন তা না হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের ঊনবিংশতি ও বিংশতি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যারা ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, তারা জঘন্য যোনিতে নিক্ষিপ্ত হয়। এই সমস্ত মূর্খেরা জন্ম-জন্মান্তরে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করতে পারে না, এবং তাই তারা নিরন্তর অধঃপতিত হতে থাকে।

শ্লোক ৩৭

এবং তদৈব ভগবানরবিন্দনাভঃ
স্বানাং বিবুধ্য সদতিক্রমমার্যহৃদ্যঃ ।
তস্মিন্ যযৌ পরমহংসমহামুনীনা-
মন্বেষণীয়চরণৌ চলয়ন্ সহশ্রীঃ ॥ ৩৭ ॥

এবম্—এইভাবে; তদা এব—তৎক্ষণাৎ; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অরবিন্দ-নাভঃ—পদ্মনাভ; স্বানাম্—তাঁর ভৃত্যদের; বিবুধ্য—জানতে পেরে; সৎ—মহর্ষিদের; অতিক্রমম্—অপমান; আর্য—ধার্মিকদের; হৃদ্যঃ—আনন্দ; তস্মিন্—সেখানে; যযৌ—গিয়েছিলেন; পরমহংস—পরমহংস; মহা-মুনীনাম্—মহর্ষিদের দ্বারা; অন্বেষণীয়—অন্বেষণের যোগ্য; চরণৌ—পাদপদ্ম-যুগল; চলয়ন্—পদব্রজে গমন করেছিলেন; সহ-শ্রীঃ—লক্ষ্মীদেবীসহ।

অনুবাদ

নাভি থেকে পদ্ম উদ্ভূত হওয়ার ফলে যাঁর নাম পদ্মনাভ, এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর ভৃত্যেরা মহর্ষিদের অপমান করেছে। সেই মুহূর্তে পরমহংস মুনিদের অন্বেষণীয় চরণ-যুগল চালন করতে করতে তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবীসহ তিনি সেখানে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর ভক্তদের কখনও বিনাশ হবে না। তাঁর দ্বারপালদের সঙ্গে মহর্ষিদের কলহ যে অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর স্বীয় স্থান থেকে বেরিয়ে এসে, সেই পরিস্থিতি আর অধিক গুরুতর হতে না দেওয়ার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, যাতে তাঁর ভক্ত দ্বারপালেরা চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়ে না যায়।

শ্লোক ৩৮

তং ত্বাগতং প্রতিহৃতৌপয়িকং স্বপুষ্ট্যা-
স্তেঽচক্ষতাক্ষবিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যম্ ।
হংসশ্রিয়োর্ব্যজনয়োঃ শিববায়ুলোল-
চ্ছুভ্রাতপত্রশশিকেসরশীকরাম্বুম্ ॥ ৩৮ ॥

তম্—তাঁকে; তু—কিন্তু; আগতম্—আগত; প্রতিহৃত—বাহিত; ঔপয়িকম্—উপকরণ; স্ব-পুন্ত্রিঃ—তাঁর পার্ষদদের দ্বারা; তে—মহর্ষিগণ (কুমারগণ); অচক্ষত—দর্শন করেছিলেন; অক্ষ-বিষয়ম্—দর্শনের বিষয়; স্ব-সমাধি-ভাগম্—কেবল সমাধির দ্বারা দর্শনীয়; হংস-শ্রিয়োঃ—শ্বেত হংসের মতো সুন্দর; ব্যজনয়োঃ—চামর; শিব-বায়ু—অনুকূল বায়ু; লোলৎ—গতিশীল; শুভ্র-আতপত্র—শ্বেত ছত্র; শশি—চন্দ্র; কেসর—মুক্তা; শীকর—বিন্দু; অম্বুম্—জল।

অনুবাদ

পূর্বে যাঁকে কেবল সমাধিযোগে তাঁদের হৃদয়াভ্যন্তরে দর্শন করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে সনক প্রমুখ ঋষিগণ তাঁদের চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করলেন। তিনি যখন এগিয়ে আসছিলেন, তখন তাঁর পার্ষদেরা ছত্র, পাদুকা আদি উপকরণসহ তাঁর সঙ্গে আসছিলেন। তাঁর দুই পার্শ্বে হংসের মতো শ্বেতবর্ণ চামরদ্বয় এবং মস্তকে ছত্র শোভিত ছিল। চার পাশে মুক্তা বিলম্বিত ছত্র বায়ু সঞ্চারে সঞ্চালিত হচ্ছিল, এবং তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন পূর্ণ চন্দ্র থেকে অমৃতের বিন্দু বায়ুর প্রবাহে ঝরে পড়ছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে আমরা *অচক্ষতাক্ষ-বিষয়ম্* শব্দটি পাচ্ছি। সাধারণ দৃষ্টির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা যায় না, কিন্তু তিনি এখন কুমারদের নয়নগোচর হয়েছেন। এখানে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *সমাধিভাগ্যম্*। ধ্যানীদের মধ্যে যাঁরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, তাঁরা যোগ অভ্যাসের দ্বারা তাঁদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিষ্ণুরূপে ভগবানকে দর্শন করেন। কিন্তু, তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করাটি অন্য ব্যাপার। সেইটি কেবল শুদ্ধ ভক্তদের পক্ষেই সম্ভব। তাই ছত্র, চামর আদি উপকরণ ধারণকারী পার্ষদ পরিবৃত হয়ে ভগবানকে আসতে দেখে, কুমারেরা বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন। ভগবানকে এইভাবে চাক্ষুষ দর্শন করে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, ভগবৎ প্রেমের প্রভাবে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়ে, ভক্তেরা তাঁদের হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর শ্যামসুন্দর রূপে সর্বদাই দর্শন করেন। কিন্তু তাঁরা যখন আরও উন্নত হন, তখন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে তাঁদের সম্মুখে দর্শন করেন। সাধারণ মানুষের কাছে ভগবান দৃশ্যমান নন; কিন্তু কেউ যখন তাঁর দিব্য নামের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, এবং জিহ্বার দ্বারা ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার মাধ্যমে ও ভগবানের প্রসাদ আস্বাদন করার মাধ্যমে নিজে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন ধীরে ধীরে ভগবান তাঁর কাছে

নিজেকে প্রকাশ করেন। এইভাবে ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর তাঁর হৃদয় অভ্যন্তরে ভগবানকে দর্শন করেন, এবং আরও উন্নত স্তরে, প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে তাঁরা দর্শন করেন, ঠিক যেভাবে আমাদের চারিপাশের অন্য সমস্ত বস্তু আমরা দর্শন করতে পারি।

শ্লোক ৩৯

কৃৎস্নপ্রসাদসুমুখং স্পৃহণীয়ধাম
স্নেহাবলোককলয়া হৃদি সংস্পৃশন্তম্ ।
শ্যামে পৃথাবুরসি শোভিতয়া শ্রিয়া স্ব-
শ্চূড়ামণিং সুভগয়ন্তমিবাত্মধিষ্ণ্যম্ ॥ ৩৯ ॥

কৃৎস্ন-প্রসাদ—সকলকে আশীর্বাদ করে; সু-মুখম্—মঙ্গলময় মুখমণ্ডল; স্পৃহণীয়—বাঞ্ছনীয়; ধাম—আশ্রয়; স্নেহ—স্নেহ; অবলোক—অবলোকন করে; কলয়া—অংশ প্রকাশের দ্বারা; হৃদি—হৃদয় অভ্যন্তরে; সংস্পৃশন্তম্—স্পর্শ করে; শ্যামে—শ্যাম বর্ণ ভগবানকে; পৃথৌ—প্রশস্ত; উরসি—বক্ষ; শোভিতয়া—অলঙ্কৃত হয়ে; শ্রিয়া—লক্ষ্মীদেবী; স্বঃ—স্বর্গলোক; চূড়া-মণিম্—শীর্ষ; সুভগয়ন্তম্—সৌভাগ্য বিস্তার করে; ইব—মতো; আত্ম—পরমেশ্বর ভগবান; ধিষ্ণ্যম্—নিবাস।

অনুবাদ

ভগবান সমস্ত আনন্দের উৎস। তাঁর মঙ্গলময় উপস্থিতি সকলের কল্যাণের জন্য, এবং তাঁর স্নেহপূর্ণ হাস্য ও দৃষ্টিপাত হৃদয়ের অন্তঃস্থলকে স্পর্শ করে। ভগবানের সুন্দর দেহের বর্ণ হচ্ছে শ্যাম, এবং তাঁর প্রশস্ত বক্ষ লক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্থল, যিনি স্বর্গলোকের শীর্ষ স্থান সমগ্র চিন্ময় জগৎকে গৌরবান্বিত করেন। এইভাবে মনে হচ্ছিল যেন ভগবান স্বয়ং তাঁর চিন্ময় বৈকুণ্ঠধামের সৌন্দর্য ও সৌভাগ্য বিতরণ করছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান যখন এসেছিলেন, তখন তিনি সকলের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, তাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, *কৃৎস্নপ্রসাদসুমুখম্* । ভগবান জানতেন যে, এমনকি অপরাধী দ্বারপালেরাও ছিলেন তাঁর শুদ্ধ ভক্ত, যদিও ঘটনাক্রমে তাঁরা অন্য ভক্তদের চরণে অপরাধ করে ফেলেছেন। কোন ভক্তের প্রতি অপরাধ করা ভগবদ্ভক্তির মার্গে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন যে, বৈষ্ণব অপরাধ হচ্ছে মত্ত

হস্তীকে খুলে ছেড়ে দেওয়ার মতো; কোন মত্ত হস্তী যখন একটি বাগানে প্রবেশ করে, তখন সে সেখানকার সমস্ত গাছপালাগুলিকে পদদলিত করে। তেমনই, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের চরণে অপরাধ ভক্তিমার্গে ভক্তের স্থিতিকে বধ করে। ভগবানের পক্ষে কোন রকম অপরাধ-ভাব ছিল না, কেননা তাঁর ঐকান্তিক ভক্তের কোন রকম অপরাধ তিনি গ্রহণ করেন না। কিন্তু ভগবদ্ভক্তকে সব সময় সাবধান থাকতে হয়, যাতে অন্য কোন ভক্তের চরণে অপরাধ না হয়ে যায়। ভগবান সকলের প্রতি সমদর্শী, এবং তাঁর ভক্তের প্রতি তিনি বিশেষভাবে অনুকূল, তাই তিনি অপরাধী এবং যাঁদের চরণে অপরাধ করা হয়েছিল, তাঁদের উভয়েরই প্রতি কৃপাপূর্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। ভগবানের এই মনোভাবের কারণ হচ্ছে তাঁর অপরিমিত অপ্রাকৃত গুণাবলী। ভক্তদের প্রতি তাঁর প্রসন্ন মনোভাব এতই আনন্দদায়ক এবং মর্মস্পর্শী যে, তাঁর মৃদু হাস্যও তাঁদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। সেই আকর্ষণ কেবল এই জগতের উচ্চতর লোকের জন্যই মহিমান্বিত ছিল না, অধিকন্তু তারও অতীত চিন্ময় জগতের জন্যও মহিমামণ্ডিত ছিল। জড় জগতের উচ্চতর লোকের স্থিতি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কোন ধারণাই নেই, যা উপকরণের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক অনেক বেশি উন্নত, তবুও বৈকুণ্ঠলোক এতই মনোরম এবং এতই দিব্য যে, সেই স্থানকে স্বর্গলোকের চূড়ামণি বা কণ্ঠহারের মধ্যমণির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

এই শ্লোকে *স্পৃহণীয়ধাম* শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, ভগবান হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস কেননা তাঁর সমস্ত দিব্য গুণাবলী রয়েছে। যদিও তার কয়েকটি কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার ব্রহ্মানন্দ যারা আকাঙ্ক্ষা করে তাদের বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অন্য অনেক ব্যক্তি রয়েছে, যাদের অভিলাষ হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সেবা করার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গ করা। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি নির্বিশেষবাদী এবং ভক্ত সকলকেই আশ্রয় প্রদান করেন। তিনি নির্বিশেষবাদীদের তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে আশ্রয় প্রদান করেন, আর বৈকুণ্ঠলোক নামক তাঁর স্বীয় ধামে তাঁর ভক্তদের আশ্রয় প্রদান করেন। তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। তাঁর স্মিত হাস্যের দ্বারা এবং দৃষ্টিপাতের দ্বারা তিনি তাঁর ভক্তদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল স্পর্শ করেন। বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান শত সহস্র লক্ষ্মীদেবীদের দ্বারা নিরন্তর সেবিত হন, যে সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে, *লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানম্* । এই জড় জগতে কেউ যদি লক্ষ্মীদেবীর কৃপার লেশমাত্র প্রাপ্ত হন, তাহলে তিনি গৌরবান্বিত হন। অতএব আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি চিৎ জগতে ভগবানের রাজ্য কত মহিমান্বিত, যেখানে শত

সহস্র লক্ষ্মীদেবী সরাসরিভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত। এই শ্লোকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, খোলাখুলিভাবে এখানে ঘোষণা করা হয়েছে বৈকুণ্ঠলোক কোথায় অবস্থিত। সেইগুলি সূর্যমণ্ডলেরও উপরে, সমস্ত স্বর্গলোকের শীর্ষে, সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক নামে পরিচিত ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বসীমায় অবস্থিত। চিন্ময় জগৎ এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের অতীত। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, চিন্ময় জগৎ বৈকুণ্ঠলোক সমস্ত গ্রহমণ্ডলের শিরোভূষণ।

শ্লোক ৪০

পীতাংশুকে পৃথুনিতম্বিনি বিস্ফুরন্ত্যা
কাঞ্চ্যালিভির্বিরুতয়া বনমালয়া চ ।
বল্গুপ্রকোষ্ঠবলয়ং বিনতাসুতাংসে
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জম্ ॥ ৪০ ॥

পীত-অংশুকে—পীত বসন পরিহিত; পৃথু-নিতম্বিনি—তাঁর বিশাল নিতম্বে; বিস্ফুরন্ত্যা—উজ্জ্বলরূপে শোভমান; কাঞ্চ্যা—মেখলার দ্বারা; অলিভিঃ—মধুকরদের দ্বারা; বিরুতয়া—গুঞ্জন; বন-মালয়া—বনমালার দ্বারা; চ—এবং; বল্গু—সুন্দর; প্রকোষ্ঠ—মণিবন্ধ; বলয়ম্—বলয়; বিনতা-সুত—বিনতা-পুত্র গরুড়ের; অংসে—স্কন্ধে; বিন্যস্ত—স্থাপিত; হস্তম্—এক হাত; ইতরেণ—অন্য হাতের দ্বারা; ধুনানম্—ঘূর্ণিত হচ্ছে; অব্জম্—একটি পদ্মফুল।

অনুবাদ

তাঁর বিশাল নিতম্ব প্রদেশে পীত বসনের উপর কটিভূষণ শোভা পাচ্ছে, তাঁর বক্ষস্থলে বনমালা সুশোভিত যাতে অলিকুল গুঞ্জন করে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদান করছিল। তাঁর সুন্দর মণিবন্ধে বলয় শোভা পাচ্ছিল, তাঁর এক হাত তাঁর বাহন গরুড়ের স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল, এবং অন্য হাতে তিনি একটি পদ্ম ঘুরাচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

ঋষিরা ব্যক্তিগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে যেইভাবে দর্শন করেছিলেন, তার পূর্ণ বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে। ভগবানের শ্রীঅঙ্গ পীত বসনের দ্বারা আবৃত ছিল এবং তাঁর কটিদেশ ছিল ক্ষীণ। বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের বক্ষে অথবা তাঁর কোন পার্ষদের বক্ষের উপর যখন কোন ফুলের মালা থাকে, তখন গুঞ্জনরত অলিকুলও

সেখানে থাকে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত লক্ষণ ভক্তদের কাছে অত্যন্ত মনোরম এবং আকর্ষণীয়। ভগবানের এক হাত তাঁর বাহন গরুড়ের উপর ন্যস্ত ছিল, এবং অপর হাতে তিনি একটি পদ্মফুল ঘুরাচ্ছিলেন। এইগুলি পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য।

শ্লোক ৪১

বিদ্যুৎক্ষিপন্মকরকুণ্ডলমণ্ডনার্হ-
গণ্ডস্থলোন্নসমুখং মণিমৎকিরীটম্ ।
দোর্দণ্ডষণ্ডবিবরে হরতা পরার্ধ্য-
হারেণ কন্ধরগতেন চ কৌস্তুভেন ॥ ৪১ ॥

বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎ; ক্ষিপৎ—শোভাকে অতিক্রম করে; মকর—মকরাকৃতি; কুণ্ডল—কর্ণ-কুণ্ডল; মণ্ডন—অলঙ্করণ; অর্হ—উপযুক্ত; গণ্ড-স্থল—কপোল; উন্নস—উন্নত নাসিকা; মুখম্—মুখমণ্ডল; মণি-মৎ—মণিমণ্ডিত; কিরীটম্—মুকুট; দোঃ-দণ্ড—তাঁর চারটি সুদৃঢ় হাত; ষণ্ড—সমূহ; বিবরে—মধ্যে; হরতা—মনোহর; পর-অর্ধ্য—অত্যন্ত মূল্যবান; হারেণ—কণ্ঠহার; কন্ধর-গতেন—তাঁর কণ্ঠকে শোভিত করেছিল; চ—এবং; কৌস্তুভেন—কৌস্তুভ মণির দ্বারা।

অনুবাদ

তাঁর মুখমণ্ডল মকরাকৃতি কুণ্ডলের শোভা বর্ধনকারী গণ্ডস্থলের দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল, যা বিদ্যুতের শোভাকেও ধিক্কার দিচ্ছিল। তাঁর নাসিকা ছিল উন্নত, এবং তাঁর মস্তক মণিময় মুকুটের দ্বারা সুশোভিত ছিল। তাঁর সুদৃঢ় বাহু চতুষ্টয়ের মধ্যে এক অপূর্ব কণ্ঠহার লম্বিত ছিল, এবং তাঁর কণ্ঠদেশ কৌস্তুভ মণিতে শোভিত ছিল।

শ্লোক ৪২

অত্রোপসৃষ্টমিতি চোৎস্মিতমিন্দিরায়াঃ
স্বানাং ধিয়া বিরচিতং বহুসৌষ্ঠবাঢ্যম্ ।
মহ্যং ভবস্য ভবতাং চ ভজন্তমঙ্গং
নেমুর্নিরীক্ষ্য নবিতৃপ্তদৃশো মুদা কৈঃ ॥ ৪২ ॥

অত্র—এখানে, সৌন্দর্যের বিষয়ে; উপসৃষ্টম্—খর্ব হয়েছিল; ইতি—এইভাবে; চ—এবং; উৎস্মিতম্—তাঁর সৌন্দর্যের গর্ব; ইন্দিরায়াঃ—লক্ষ্মীদেবীর; স্বানাম্—তাঁর নিজের ভক্তদের; ধিয়া—বুদ্ধিমত্তার দ্বারা; বিরচিতম্—গভীরভাবে বিবেচনা করেছিলেন; বহু-সৌষ্ঠব-আঢ্যম্—অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত; মহ্যম্—আমার; ভবস্য—ভগবান শিবের; ভবতাম্—আপনাদের সকলের; চ—এবং; ভজন্তম্—পূজিত; অঙ্গম্—মূর্তি; নেমুঃ—প্রণত হয়ে; নিরীক্ষ্য—দর্শন করে; ন—না; বিতৃপ্ত—পরিতৃপ্ত; দৃশঃ—চক্ষু; মুদা—আনন্দভরে; কৈঃ—তাঁদের মস্তকের দ্বারা।

অনুবাদ

নারায়ণের অনুপম সৌন্দর্য তাঁর ভক্তদের বুদ্ধির দ্বারা বহু গুণে পরিবর্ধিত হয়ে এতই আকর্ষণীয় হয়েছিল যে, তা লক্ষ্মীদেবীর সবচাইতে সুন্দর হওয়ার গর্বকে খর্ব করেছিল। হে প্রিয় দেবতাগণ! এইভাবে যে ভগবান নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন তিনি আমার, শিবের এবং তোমাদের সকলের পূজনীয়। ঋষিগণ অতৃপ্ত নয়নে তাঁকে দর্শন করে আনন্দভরে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে তাঁদের মস্তক অবনত করে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের সৌন্দর্য এতই মনোমুগ্ধকর যে, পর্যাপ্তরূপে তার বর্ণনা করা যায় না। ভগবানের চিন্ময় ও জড় সৃষ্টিতে লক্ষ্মীদেবীকে সবচাইতে সুন্দর বলে বিবেচনা করা হয়; এবং তিনি নিজেকে সবচাইতে সুন্দর বলে গর্ব অনুভব করেন, কিন্তু ভগবানের সৌন্দর্যের কাছে তাঁর সৌন্দর্য পরাভূত হয়েছিল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবানের উপস্থিতিতে লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্য হচ্ছে গৌণ। বৈষ্ণব কবির ভাষায় ভগবানের সৌন্দর্য এতই মনোমুগ্ধকর যে, তা শত সহস্র কামদেবকে পরাভূত করে। তাই তাঁকে বলা হয় মদনমোহন। এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, কখনও কখনও ভগবান রাধারাণীর সৌন্দর্যে উন্মত্ত হয়ে যান। সেই পরিস্থিতিতে কবিরা বর্ণনা করে বলেছেন যে, যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন, তিনি মদন-দাহ হন, বা শ্রীমতী রাধারাণীর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সৌন্দর্য পরম উৎকৃষ্ট, তা বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করে। বৈকুণ্ঠলোকে ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানকে সবচাইতে সুন্দর রূপে দর্শন করতে চান, কিন্তু গোলোক বা কৃষ্ণলোকের ভক্তেরা শ্রীমতী রাধারাণীকে কৃষ্ণের থেকেও অধিক সুন্দর রূপে দর্শন করতে চান। তার সামঞ্জস্য এইভাবে হয় যে, ভগবান ভক্তবৎসল হওয়ার ফলে তিনি এমন রূপ ধারণ করেন, যা দর্শন করে ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য দেবতারা

হর্ষিত হতে পারেন। এখানেও, মহর্ষি-ভক্ত কুমারদের জন্য ভগবান তাঁর সবচাইতে সুন্দর রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তাঁকে অপলক নেত্রে দর্শন করেও তাঁদের তৃপ্তি হচ্ছিল না এবং তাঁরা তাঁকে নিরন্তর আরও বেশি করে দেখতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৩

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সঙ্ক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ৪৩ ॥

তস্য—তাঁর; অরবিন্দ-নয়নস্য—পদ্ম-পলাশলোচন ভগবানের; পদ-অরবিন্দ—শ্রীপাদপদ্মের; কিঞ্জল্ক—চরণের অঙ্গুলি; মিশ্র—মিশ্রিত; তুলসী—তুলসীপত্র; মকরন্দ—সুবাস; বায়ুঃ—পবন; অন্তঃ-গতঃ—অন্তরে প্রবিষ্ট; স্ব-বিবরেণ—তাদের নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে; চকার—করেছিল; তেষাম্—কুমারদের; সঙ্ক্ষোভম্—পরিবর্তনের জন্য ক্ষোভ; অক্ষর-জুষাম্—নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির প্রতি আসক্তি; অপি—যদিও; চিত্ত-তন্বোঃ—মন ও শরীর উভয়েই।

অনুবাদ

ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুলি থেকে তুলসীপত্রের সৌরভ যখন বায়ু বাহিত হয়ে, সেই ঋষিদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল, নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির প্রতি আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁরা তখন তাঁদের দেহ এবং মনে এক পরিবর্তন অনুভব করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে মনে হয় যে, চার কুমারেরা নির্বিশেষবাদী বা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অদ্বৈতবাদ দর্শনের অনুগামী ছিলেন। কিন্তু, ভগবানের রূপ দর্শন করা মাত্রই তাদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছিল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কঠোরভাবে চেষ্টার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার ব্রহ্মানন্দ যা নির্বিশেষবাদীরা অনুভব করে থাকেন, তা ভগবানের অপ্রাকৃত সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপ দর্শন করা মাত্রই পরাভূত হয়ে যায়। তুলসীর সৌরভ মিশ্রিত এবং বায়ুবাহিত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সুগন্ধ তাদের মনের পরিবর্তন সাধন করেছিল; পরমেশ্বর

ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে, তাঁরা তাঁর ভক্ত হওয়াকে শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবক হওয়া ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার থেকে শ্রেয়।

শ্লোক ৪৪

তে বা অমুষ্য বদনাসিতপদ্মকোশ-
মুদ্বীক্ষ্য সুন্দরতরাধরকুন্দহাসম্ ।
লব্ধাশিষঃ পুনরবেক্ষ্য তদীয়মঙ্ঘ্রি-
দ্বন্দ্বং নখারুণমণিশ্রয়ণং নিদধ্যুঃ ॥ ৪৪ ॥

তে—সেই মহর্ষিগণ; বৈ—নিশ্চয়ই; অমুষ্য—পরমেশ্বর ভগবানের; বদন—মুখ; অসিত—নীল; পদ্ম—কমল; কোশম্—অভ্যন্তর; উদ্বীক্ষ্য—ঊর্ধ্বমুখে দৃষ্টিপাত করে; সুন্দর-তর—অধিকতর সুন্দর; অধর—অধর; কুন্দ—জুঁই ফুল; হাসম্—হেসে; লব্ধ—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; আশিষঃ—জীবনের উদ্দেশ্য; পুনঃ—পুনরায়; অবেক্ষ্য—অধোমুখে দৃষ্টিপাত করে; তদীয়ম্—তাঁর; অঙ্ঘ্রি-দ্বন্দ্বম্—পাদপদ্মযুগল; নখ—নখ; অরুণ—রক্তিম; মণি—পদ্মরাগ মণি; শ্রয়ণম্—আশ্রয়; নিদধ্যুঃ—ধ্যান করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডল তাঁদের কাছে নীল পদ্মকোশের মতো মনে হয়েছিল, এবং ভগবানের স্মিত হাস্য তাঁদের কাছে প্রস্ফুটিত কুন্দফুলের মতো মনে হয়েছিল। ভগবানের সেই মুখ দর্শন করে, মহর্ষিরা পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁরা যখন পুনরায় তাঁকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তখন তাঁরা পদ্মরাগ মণির মতো রক্তিম তাঁর শ্রীপাদপদ্মের নখ দর্শন করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা বার বার ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহ অবলোকন করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা ভগবানের সবিশেষ রূপের ধ্যান করেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

পুংসাং গতিং মৃগয়তামিহ যোগমার্গৈ-
র্ধ্যানাস্পদং বহু মতং নয়নাভিরামম্ ।
পৌংস্নং বপুর্দর্শয়ানমনন্যসিদ্ধৈ-
রৌৎপত্তিকৈঃ সমগৃণন্ যুতমষ্টভোগৈঃ ॥ ৪৫ ॥

পুংসাম্—সেই ব্যক্তিদের; গতিম্—মুক্তি; মৃগয়তাম্—অন্বেষণকারী; ইহ—এই জগতে; যোগ-মার্গৈঃ—অষ্টাঙ্গ যোগের প্রক্রিয়ার দ্বারা; ধ্যান-আস্পদম্—ধ্যানের বিষয়; বহু—মহান যোগীদের দ্বারা; মতম্—অনুমোদিত; নয়ন—নেত্র; অভিরামম্—মনোহর; পৌংস্নম্—মনুষ্য; বপুঃ—রূপ; দর্শয়ানম্—প্রদর্শন করে; অননা—অন্যদের দ্বারা নয়; সিদ্ধৈঃ—সিদ্ধি লাভ করেছিলেন; ঔৎপত্তিকৈঃ—নিত্য বর্তমান; সমগৃণন্—প্রশংসা করেছিলেন; যুতম্—সমন্বিত; অষ্ট-ভেদৈঃ—আট প্রকার ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

এইটি ভগবানের সেই রূপ যাঁর ধ্যান যোগীরা করে থাকেন, এবং এই রূপ তাঁদের কাছে পরম আনন্দদায়ক। এই রূপ কাল্পনিক নয়, বাস্তব, যা মহান যোগীরা অনুমোদন করে গেছেন। ভগবান অষ্ট ঐশ্বর্যযুক্ত, কিন্তু অন্যদের পক্ষে সেই সিদ্ধি পূর্ণরূপে লাভ করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

যোগ-সিদ্ধির পন্থা এখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোগ-মার্গের অনুগামীদের ধ্যানের বিষয় হচ্ছেন চতুর্ভুজ নারায়ণ। আধুনিক যুগে তথাকথিত বহু যোগী রয়েছে, যারা চতুর্ভুজ নারায়ণকে তাদের ধ্যানের লক্ষ্য বলে বিবেচনা করে না। তাদের কেউ কেউ নির্বিশেষ অথবা শূন্যের ধ্যান করার চেষ্টা করে, কিন্তু তা আদর্শ পন্থা অনুসরণকারী মহান যোগীদের দ্বারা অনুমোদিত হয়নি। প্রকৃত যোগ-মার্গের পন্থা হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা, এবং এই অধ্যায়ে বর্ণিত চারজন ঋষির সম্মুখে তিনি যেভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কোন নির্জন ও পবিত্র স্থানে উপবেশন করে, সেই চতুর্ভুজ নারায়ণের ধ্যান করা। এই নারায়ণ রূপ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বা বিস্তার; তাই, এই কৃষ্ণভাবনার আন্দোলন যা এখন সর্বত্র প্রসারিত হচ্ছে, সেটিই যোগের প্রকৃত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে সুশিক্ষিত ভক্তিযোগীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সর্বোত্তম যোগের পন্থা। যোগ অনুশীলনের সমস্ত প্রলোভন সত্ত্বেও, সাধারণ মানুষের পক্ষে অষ্ট-সিদ্ধি লাভ করা দুষ্কর। কিন্তু এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান যিনি চারজন মহর্ষির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি স্বয়ং এই অষ্ট-সিদ্ধি সমন্বিত। সর্বশ্রেষ্ঠ যোগের মার্গ হচ্ছে মনকে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় একাগ্রীভূত করা। এই পন্থাকে বলা হয় কৃষ্ণভাবনা। শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কিংবা পতঞ্জলি কর্তৃক অনুমোদিত যে যোগ পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে, সেইটি

আজকাল পাশ্চাত্য দেশগুলিতে হঠযোগ বলে পরিচিত যে যোগের অনুশীলন হচ্ছে, তা থেকে ভিন্ন। প্রকৃত যোগ হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযমের অনুশীলন, এবং সেই অনুশীলনের ফলে ইন্দ্রিয়গুলি যখন সংযত হয়, তখন মনকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ রূপে একাগ্রীভূত করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভিত অন্য সমস্ত বিষ্ণুরূপ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ। ভগবদ্গীতায় ভগবানের রূপের ধ্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মনের একাগ্রতার অভ্যাস করার জন্য মানুষকে তার মস্তক ও পিঠ এক সরল রেখায় সোজা করে রেখে বসতে হয়, এবং পবিত্র পরিবেশের প্রভাবে নির্মল হয়ে, নির্জন স্থানে অনুশীলন করতে হয়। যোগীকে কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্যের নিয়ম ও বিধি পালন করতে হয়। জনাকীর্ণ নগরীতে, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে, অসংযত যৌনজীবনে লিপ্ত হয়ে এবং জিহ্বার ব্যভিচারে প্রবৃত্ত থেকে কখনও যোগ অভ্যাস করা যায় না। যোগ অভ্যাসের জন্য ইন্দ্রিয় সংযম আবশ্যক, এবং ইন্দ্রিয়ের সংযম শুরু হয় জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে। যিনি জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তিনি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকেও দমন করতে পারেন। জিহ্বাকে সব রকম নিষিদ্ধ আহার এবং পানীয় গ্রহণ করার স্বাধীনতা প্রদান করে যোগ অভ্যাসে প্রগতি সাধন করা সম্ভব নয়। এইটি অত্যন্ত অনুশোচনার বিষয় যে, বহু তথাকথিত যোগী যারা যোগ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তারা পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এসে যোগ অভ্যাসের প্রতি সেখানকার মানুষদের প্রবণতার সুযোগ নিয়ে তাদের প্রতারণা করে। এই সমস্ত ভণ্ড যোগীরা প্রকাশ্যে এমন কথা বলারও সাহস করে যে, মানুষ তার সুরাপানের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে পারে এবং সেই সঙ্গে ধ্যানেরও অভ্যাস করতে পারে।

পাঁচ হাজার বছর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে যোগ অভ্যাসের পন্থা বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু অর্জুন যোগ পদ্ধতির কঠোর বিধি-নিষেধ অনুসরণ করার প্রতি তার অযোগ্যতা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাদের কার্যকলাপের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অত্যন্ত ব্যবহারিক হওয়া এবং যোগ অনুশীলনের নামে কতকগুলি অর্থহীন কসরতের অভ্যাস করে তার মূল্যবান সময়ের অপচয় না করা। প্রকৃত যোগ হচ্ছে হৃদয়ের অভ্যন্তরে চতুর্ভুজ পরমাত্মার অন্বেষণ করা এবং ধ্যানের মাধ্যমে নিরন্তর তাঁকে দর্শন করা। এই প্রকার নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানকে বলা হয় সমাধি, এবং সেই ধ্যানের বিষয় হচ্ছেন চতুর্ভুজ নারায়ণ, যাঁর শ্রীঅঙ্গের বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতের এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি শূন্যের অথবা নির্বিশেষের ধ্যান করে, তাহলে যোগ অভ্যাসের মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করতে

তার অতি দীর্ঘ সময় লাগবে। আমরা কখনই নির্বিশেষ বা শূন্যে মনকে একাগ্রীভূত করতে পারি না। প্রকৃত যোগ হচ্ছে ভগবানের চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে মনকে একাগ্রীভূত করা, যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান।

ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় যে, ভগবান হৃদয়ে বিরাজ করছেন। কেউ যদি তা না জেনেও থাকে, তবুও ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন। তিনি কেবল মানুষদের হৃদয়েই নয়, এমনকি কুকুর ও বিড়ালের হৃদয়েও রয়েছেন। ভগবদ্গীতায় ভগবান ঘোষণা করেছেন, *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি* । বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পরম নিয়ন্তা ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। তিনি কেবল সকলের হৃদয়েই নন, পরমাণুর অভ্যন্তরেও তিনি রয়েছেন। কোন স্থানই ভগবানের উপস্থিতিরহিত অথবা শূন্য নয়। এইটি ঈশোপনিষদের বাণী। ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান, এবং তাঁর প্রভুত্ব সব কিছুর উপরেই প্রযোজ্য। যেই রূপে ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান, তাঁর সেই রূপকে বলা হয় পরমাত্মা। আত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েই স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, আত্মা কেবল একটি বিশেষ শরীরে বর্তমান, কিন্তু পরমাত্মা সর্বত্রই বর্তমান। এই সম্পর্কে সূর্যের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত সুন্দর। কোন একজন ব্যক্তি কোন একটি স্থানে অবস্থান করতে পারেন, কিন্তু সূর্য স্বতন্ত্র ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত জীবের মাথার উপরে উপস্থিত। ভগবদ্গীতায় এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই, গুণগতভাবে যদিও সমস্ত জীব এবং ভগবান সমান, কিন্তু বিস্তারের আয়তনগত শক্তি অনুসারে পরমাত্মা জীবাত্মা থেকে ভিন্ন। ভগবান অথবা পরমাত্মা অনন্ত কোটি বিভিন্ন রূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন, কিন্তু স্বতন্ত্র জীবাত্মা তা পারে না।

সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা প্রত্যেকের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী থাকেন। উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমাত্মা জীবাত্মার সখা এবং সাক্ষীরূপে তার সঙ্গে অবস্থান করেন। ভগবান সখারূপে সর্বদাই তাঁর বন্ধু জীবাত্মাকে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন। সাক্ষীরূপে তিনি তার সমস্ত মঙ্গলবিধান করেন, এবং তার কর্মের ফল প্রদান করেন। এই জড় জগতে জীবাত্মাকে তার বাসনা অনুসারে উপভোগ করার জন্য পরমাত্মা সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। জড় জগতের উপর প্রভুত্ব করার প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া হচ্ছে দুঃখ। কিন্তু ভগবান তাঁর বন্ধু জীবাত্মাকে, যে তাঁর পুত্রও, অন্য সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে নিত্য আনন্দ এবং জ্ঞানে পরিপূর্ণ শাশ্বত জীবন লাভ করার জন্য কেবল তাঁর শরণাগত হওয়ার উপদেশ দেন। সর্বপ্রকার যোগের সবচাইতে প্রামাণিক এবং ব্যাপকভাবে পঠিত

গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এইটি হচ্ছে চরম উপদেশ। এইভাবে ভগবদ্গীতার অন্তিম উপদেশ হচ্ছে যোগের পূর্ণতা বিষয়ে অন্তিম বাণী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। কৃষ্ণভাবনামৃত কি? জীবাত্মা যেমন তার চেতনার মাধ্যমে তার সমগ্র শরীরে বিদ্যমান, তেমনই পরমাত্মা তাঁর পরম চেতনার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে বিদ্যমান। সীমিত চেতনাসম্পন্ন জীবাত্মা এই পরম চেতন শক্তির অনুকরণ করে। আমার সীমিত শরীরে কি হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারি, কিন্তু অন্য আর একজনের শরীরে কি হচ্ছে সেই সম্বন্ধে আমি কিছুই অনুভব করতে পারি না। আমার চেতনার দ্বারা আমি আমার সমগ্র শরীর জুড়ে বর্তমান, কিন্তু আমার চেতনা অন্য কারোর শরীরে বিদ্যমান নয়। কিন্তু, পরমাত্মা সর্বত্র এবং সকলের অন্তরে উপস্থিত থাকার ফলে, প্রত্যেকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন। আত্মা এবং পরমাত্মার এক হওয়ার যে মতবাদ তা স্বীকার করা যায় না, কেননা প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রের দ্বারা তা প্রতিপন্ন হয়নি। স্বতন্ত্র জীবাত্মার চেতনা পরম চেতনারূপে কার্য করতে পারে না। এই পরম চেতনা কিন্তু লাভ করা সম্ভব পরমেশ্বর ভগবানের চেতনার সঙ্গে স্বতন্ত্র জীবের চেতনাকে একীভূত করার মাধ্যমে। এই একীভূত করার পন্থাকে বলা হয় শরণাগতি বা কৃষ্ণভাবনামৃত। ভগবদ্গীতার উপদেশ থেকে আমরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানতে পারি যে, প্রথমে অর্জুন তাঁর ভাই এবং আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাননি, কিন্তু ভগবদ্গীতার উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার পর, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম চেতনার সঙ্গে তাঁর চেতনা একীভূত করেছিলেন। তখন তিনি কৃষ্ণভাবনাময় হয়েছিলেন।

যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কার্য করেন। কৃষ্ণভক্তির শুরুতে, সদ্গুরুর মাধ্যমে এই নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথেষ্ট শিক্ষা লাভের পর, কেউ যখন সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে প্রেম এবং ঐকান্তিক শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তখন তাঁর একাগ্রীভূতকরণের পন্থা আরও দৃঢ় ও নির্ভুল হয়। ভগবদ্ভক্তির এই স্তর হচ্ছে যোগের পরম পূর্ণতার স্তর। এই স্তরে, শ্রীকৃষ্ণ অথবা পরমাত্মা অন্তর থেকে নির্দেশ দেন, আর বাইরে থেকে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ প্রতিনিধি সদ্গুরু কর্তৃক ভক্ত সাহায্য লাভ করেন। অন্তর থেকে চৈত্যগুরুরূপে তিনি তাঁর ভক্তকে সাহায্য করেন, কেননা তিনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন। ভগবান যে সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন তা উপলব্ধি করাই যথেষ্ট নয়। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে অন্তরে ও বাইরে দুদিক থেকেই ভগবানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, এবং কৃষ্ণভাবনায় সক্রিয় হওয়ার জন্য অন্তর থেকে ও বাইরে থেকে অবশ্যই

নির্দেশ গ্রহণ করা। সেটিই হচ্ছে মানবজীবনের পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তর এবং সমস্ত যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধি।

সিদ্ধযোগী আট প্রকার সিদ্ধি লাভ করতে পারেন, সেইগুলি হচ্ছে—তিনি বায়ুর থেকে হালকা হতে পারেন, পরমাণু থেকেও ছোট হতে পারেন, পর্বতের থেকেও বিশাল হতে পারেন, তার ইচ্ছা অনুসারে তিনি সব কিছু লাভ করতে পারেন, তিনি ভগবানের মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, ইত্যাদি। কিন্তু, কেউ যখন ভগবানের নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়ার শুদ্ধ অবস্থার স্তরে উন্নীত হন, তখন উল্লিখিত যে কোন জড়জাগতিক সিদ্ধির স্তরের থেকে সেই স্তর অনেক ঊর্ধ্বে। যোগ পদ্ধতির অনুশীলনে যে প্রাণায়ামের অভ্যাস করা হয় তা সাধারণত প্রাথমিক স্তরের অনুশীলন। পরমাত্মার ধ্যান করা হচ্ছে অগ্রসর হওয়ার পথে একটি পদক্ষেপ মাত্র। কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাঁর নির্দেশ গ্রহণ করা হচ্ছে সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তর। পাঁচ হাজার বছর আগেও ধ্যানযোগে প্রাণায়ামের অভ্যাস অত্যন্ত কঠিন ছিল, তা না হলে শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট এই পন্থা অর্জুন প্রত্যাখ্যান করতেন না। এই কলিযুগকে বলা হয় অধঃপতিত যুগ। এই যুগে সাধারণ মানুষের আয়ু অল্প এবং আত্ম-উপলব্ধি বা পারমার্থিক জীবনের উপলব্ধির ব্যাপারে তারা অত্যন্ত মন্দমতি; তারা সকলেই প্রায় ভাগ্যহীন, এবং তাই, আত্ম-উপলব্ধি সম্বন্ধে কারও যদি একটু প্রবণতা থেকেও থাকে, তাহলে নানা প্রকার প্রবঞ্চনার প্রভাবে তারা পথভ্রষ্ট হতে পারে। যোগের পূর্ণতার স্তর হৃদয়ঙ্গম করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবদ্গীতার তত্ত্ব অনুশীলন করা, যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে যোগ অনুশীলনের সবচাইতে সরল এবং সর্বোত্তম পূর্ণতা। বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা এবং অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ পুরাণের নির্দেশ অনুসারে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার মাধ্যমে ব্যবহারিকভাবে কৃষ্ণভাবনাময় যোগ-পদ্ধতির পন্থা প্রদর্শন করে গেছেন।

সবচাইতে অধিক সংখ্যক ভারতবাসীরা এই যোগ পদ্ধতির অনুশীলন করেন, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু শহরে ধীরে ধীরে তার প্রসার হচ্ছে। এই যুগের জন্য এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল এবং ব্যবহারিক, বিশেষ করে যোগ অনুশীলনে সফল হওয়ার ব্যাপারে যারা ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী তাদের জন্য। এই যুগে অন্য কোন যোগের পন্থা সফল হতে পারে না। সুবর্ণ যুগ বা সত্যযুগে, ধ্যানের পন্থা সম্ভব ছিল, কেননা সেই যুগে মানুষের আয়ু ছিল শত সহস্র বৎসর। কেউ যদি ব্যবহারিক অনুশীলনে সফল হতে চান, তাহলে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে,

এই মহামন্ত্র কীর্তন করেন, এবং তার ফলে তিনি নিজেই বুঝতে পারেন কিভাবে তাঁর প্রগতি হচ্ছে। ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণভাবনার এই অনুশীলনকে *রাজবিদ্যা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

যাঁরা সবচাইতে সাবলীল এই ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করেছেন, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমপরায়ণ হয়ে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত সেবার পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরা হলফ করে বলতে পারেন যে, এই পন্থা কত সুখকর এবং সহজসাধ্য। সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার এই চারজন মহর্ষিও ভগবানের রূপ এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মরেণুর দিব্য সৌরভের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যা ইতিমধ্যেই ৪৩ নম্বর শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

যোগ অভ্যাসে ইন্দ্রিয় সংযম আবশ্যক, কিন্তু ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনার পন্থা হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে কলুষ থেকে মুক্ত করার পন্থা। ইন্দ্রিয়গুলি যখন নির্মল হয়, তখন সেইগুলি আপনা থেকেই সংযত হয়। কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ করা যায় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত করার মাধ্যমে পবিত্র করা হয়, তখন সেইগুলিকে কেবল কলুষিত প্রবৃত্তি থেকেই নিয়ন্ত্রিত করা যায় না, উপরন্তু ভগবানের দিব্য সেবাতেও যুক্ত করা যায়, যা সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনৎকুমার এই চারজন মহর্ষি অভিলাষ করেছিলেন। তাই, কৃষ্ণভাবনামৃত কোন মনগড়া কৃত্রিম পন্থা নয়, এইটি ভগবদ্গীতার (৯/৩৪) নির্দেশিত পন্থা—*মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু* ।

শ্লোক ৪৬

কুমারা ঊচুঃ

যোঽন্তর্হিতো হৃদি গতোঽপি দুরাত্মনাং ত্বং
সোঽদ্যৈব নো নয়নমূলমনন্ত রাদ্ধঃ ।
যর্হ্যেব কর্ণবিবরেণ গুহাং গতো নঃ
পিত্রানুবর্ণিতরহা ভবদুদ্ভবেন ॥ ৪৬ ॥

কুমারাঃ ঊচুঃ—কুমারগণ বললেন; **যঃ**—যিনি; **অন্তর্হিতঃ**—অপ্রকাশিত; **হৃদি**—হৃদয়ে; **গতঃ**—বিরাজিত; **অপি**—যদিও; **দুরাত্মনাম্**—দুরাত্মাদের কাছে; **ত্বম্**—আপনি; **সঃ**—তিনি; **অদ্য**—আজ; **এব**—নিশ্চয়ই; **নঃ**—আমাদের; **নয়ন-মূলম্**—সামনাসামনি; **অনন্ত**—হে অসীম; **রাদ্ধঃ**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **যর্হি**—যখন; **এব**—

নিশ্চয়ই; কর্ণ-বিবরেণ—কর্ণকুহরের দ্বারা; গুহাম্—বুদ্ধি; গতঃ—প্রাপ্ত হয়েছে; নঃ—আমাদের; পিত্রা—আমাদের পিতার দ্বারা; অনুবর্ণিত—বর্ণিত; রহসঃ—রহস্য; ভবৎ-উদ্ভবেন—আপনার আবির্ভাবের দ্বারা।

অনুবাদ

কুমারগণ বললেন—হে প্রিয়তম প্রভু! আপনি যদিও সমস্ত জীবের অন্তরে বিরাজ করেন, তবুও আপনি দুরাত্মাদের কাছে প্রকাশিত হন না। কিন্তু আপনি যদিও অনন্ত, তবুও আজ আপনাকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করলাম। আমাদের পিতা ব্রহ্মার যে উপদেশ আমরা কর্ণ-বিবরের দ্বারা শ্রবণ করেছিলাম, এখন আপনার কৃপাপূর্ণ উপস্থিতির ফলে আমরা তা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম।

তাৎপর্য

তথাকথিত যে সমস্ত যোগীরা তাদের মনকে একাগ্রীভূত করে, অথবা নির্বিশেষের কিংবা শূন্যের ধ্যান করে, তাদের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে যারা ধ্যানে পারদর্শী সুদক্ষ যোগী, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানকে তারা খুঁজে পায় না। সেই সমস্ত ব্যক্তিদের এখানে *দুরাত্মা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যাদের হৃদয় অত্যন্ত কুটিল, অথবা যারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। *দুরাত্মা* শব্দটি *মহাত্মা* শব্দটির ঠিক বিপরীত। সেই সমস্ত তথাকথিত যোগীরা যারা প্রশস্ত-হৃদয় মহাত্মা নয়, তারা ধ্যানে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও চতুর্ভুজ নারায়ণকে খুঁজে পায় না, যদিও তিনি তাদের হৃদয়ে বিরাজমান। পরমতত্ত্বের প্রাথমিক উপলব্ধি যদিও নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি, তা সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবানের নির্বিশেষ জ্যোতির উপলব্ধিতে কারও সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। ঈশোপনিষদেও, ভক্ত প্রার্থনা করেছেন যে, তাঁর চোখের সামনে থেকে চোখ ঝলসানো ব্রহ্মজ্যোতি যেন সরিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের যথার্থ সবিশেষ রূপ দর্শন করে পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেন। তেমনই, গুরুতে যদিও ভগবানের দেহ-নির্গত জ্যোতির প্রভাবে তাঁকে দেখা যায় না, তবুও ভক্ত যদি ঐকান্তিকভাবে তাঁকে দর্শন করতে চান, তাহলে ভগবান নিজেকে তাঁর কাছে প্রকাশ করেন। ভগবদ্গীতাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমাদের অপূর্ণ চক্ষুর দ্বারা ভগবানকে দর্শন করা যায় না, অপূর্ণ কর্ণ দ্বারা তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ করা যায় না, এবং অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁকে অনুভব করা যায় না; কিন্তু কেউ যদি শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তাহলে ভগবান তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন।

এখানে সনৎকুমার, সনাতন, সনন্দন এবং সনক এই চারজন ঋষিকে ঐকান্তিক ভক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও তাঁদের পিতা ব্রহ্মার কাছ থেকে তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপ সম্বন্ধে শ্রবণ করেছিলেন, তবুও তাঁদের কাছে কেবল ব্রহ্মের নির্বিশেষ রূপ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু, তাঁরা যেহেতু ঐকান্তিকভাবে ভগবানের অন্বেষণ করেছিলেন, তাই তাঁরা অবশেষে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সবিশেষ রূপ দর্শন করেছিলেন, যা তাঁদের পিতার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গিয়েছিল। এইভাবে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছিলেন। এখানে তাঁরা তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন কেননা যদিও শুরুতে তাঁরা ছিলেন মূর্খ নির্বিশেষবাদী, কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাঁরা এখন তাঁর সবিশেষ রূপ দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এই শ্লোকের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, ভগবান থেকে সরাসরিভাবে প্রকাশিত তাঁদের পিতা ব্রহ্মার কাছ থেকে ঋষিগণ শ্রবণ করার অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে, বলা যায় যে, ভগবান থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা থেকে নারদ, নারদ থেকে ব্যাস এই গুরু পরম্পরার ধারা এখানে স্বীকার করা হয়েছে। যেহেতু কুমারেরা ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র, তাই ব্রহ্মার পরম্পরায় বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা লাভের সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন, এবং শুরুতে যদিও তাঁরা নির্বিশেষবাদী ছিলেন, তবুও চরমে তাঁরা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপ দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

তং ত্বাং বিদাম ভগবন্ পরমাত্মতত্ত্বং
সত্ত্বেন সম্প্রতি রতিং রচয়ন্তমেষাম্ ।
যত্তেঽনুতাপবিদিতৈর্দৃঢ়ভক্তিযোগৈ-
রুদ্গ্রন্থয়ো হৃদি বিদুর্মুনয়ো বিরাগাঃ ॥ ৪৭ ॥

তম্—তাঁকে; ত্বাম্—আপনি; বিদাম—আমরা জানি; ভগবন্—হে পরমেশ্বর ভগবান; পরম্—পরম; আত্ম-তত্ত্বম্—পরমতত্ত্ব; সত্ত্বেন—আপনার বিশুদ্ধ সত্ত্ব রূপের দ্বারা; সম্প্রতি—এখন; রতিম্—ভগবৎ প্রেম; রচয়ন্তম্—সৃষ্টি করে; এষাম্—তাদের সকলের; যৎ—যা; তে—আপনার; অনুতাপ—কৃপা; বিদিতৈঃ—হৃদয়ঙ্গম হয়েছে; দৃঢ়—অবিচলিত; ভক্তি-যোগৈঃ—প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে; উদ্গ্রন্থয়ঃ—আসক্তিরহিত, জড় বন্ধন থেকে মুক্ত; হৃদি—হৃদয়ে; বিদুঃ—জানা হয়েছে; মুনয়ঃ—মহর্ষিগণ; বিরাগাঃ—জড়জাগতিক জীবনের প্রতি বীতরাগ।

অনুবাদ

আমরা জানি যে, আপনি হচ্ছেন পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান, যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বে তাঁর দিব্য রূপ প্রকাশ করেন। আপনার এই চিন্ময়, নিত্য স্বরূপ অপ্রতিহত ভক্তির মাধ্যমে লব্ধ কেবল আপনার কৃপার দ্বারাই ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে নির্মল হৃদয় মহর্ষিগণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্বকে তিনরূপে জানা যায়—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান। এখানে স্বীকার করা হয়েছে যে, পরমতত্ত্বের চরম উপলব্ধি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। চতুঃকুমারেরা যদিও তাঁদের মহামনীষী পিতা ব্রহ্মার দ্বারা উপদিষ্ট হয়েছিলেন, তবুও তাঁরা পরমতত্ত্বকে প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। তাঁরা পরমতত্ত্বকে তখনই কেবল জানতে পেরেছিলেন, যখন তাঁরা স্বচক্ষে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন অথবা হৃদয়ঙ্গম করেন, তখন পরমতত্ত্বের অন্য দুটি প্রকাশ—যথা, নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং অন্তর্যামী পরমাত্মা সম্বন্ধে—আপনা থেকেই জানা হয়ে যায়। তাই কুমারগণ প্রতিপন্ন করেছেন—"ভগবন্ পরমাত্মতত্ত্বম্"। নির্বিশেষবাদীরা তর্ক করতে পারে যে, যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান এত সুন্দরভাবে বিভূষিত ছিলেন, তাই তিনি পরমতত্ত্ব নন। কিন্তু এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, চিন্ময় স্তরে সমস্ত বৈচিত্র্য শুদ্ধ সত্ত্ব দ্বারা রচিত। জড় জগতে সত্ত্ব, রজ অথবা তম, সব কটি গুণই কলুষিত। এমনকি এই জড় জগতে সত্ত্বগুণও রজ এবং তমোগুণের ছোঁয়া থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু চিৎ জগতে রজ অথবা তমোগুণের স্পর্শ থেকে মুক্ত সত্ত্বগুণ বিরাজ করে; তাই পরমেশ্বর ভগবানের রূপ এবং তাঁর বিচিত্র লীলা ও উপকরণ সবই শুদ্ধ সত্ত্বগুণময়। শুদ্ধ সত্ত্বে এই প্রকার বৈচিত্র্য ভগবান নিত্যকাল প্রদর্শন করেন তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য। ভক্তেরা কখনও পরমতত্ত্ব পরমেশ্বরকে নির্বিশেষ অথবা শূন্যরূপে দর্শন করতে চান না। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, চিন্ময় জগতের পরম বৈচিত্র্য কেবল ভক্তদেরই জন্য, অন্যদের জন্য নয়, যেহেতু চিন্ময় বৈচিত্র্যের এই বিশেষ রূপ কেবল ভগবানের কৃপার প্রভাবেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়, কোন প্রকার মানসিক জল্পনা-কল্পনা অথবা আরোহ পন্থার দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। বলা হয় যে, কেউ যখন অল্প মাত্রায়ও ভগবানের কৃপা লাভ করেন, তখন তিনি তাঁকে জানতে পারেন; তা না হলে, তাঁর কৃপা ব্যতীত, মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে জল্পনা করা সত্ত্বেও পরমতত্ত্বকে

জানতে পারবে না। ভগবদ্ভক্ত যখন সম্পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত হন, তখন তিনি এই করুণা উপলব্ধি করতে পারেন। তাই বলা হয়েছে যে, যখন সমস্ত কলুষ সমূলে উৎপাটিত হয় এবং ভক্ত সম্পূর্ণরূপে জড় আসক্তির প্রতি বিরক্ত হন, তখনই কেবল তিনি ভগবানের এই করুণা লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৪৮

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে ।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ ৪৮ ॥

ন—না; আত্যন্তিকম্—মুক্তি; বিগণয়ন্তি—গ্রাহ্য করা; অপি—এমনকি; তে—সেই সমস্ত; প্রসাদম্—আশীর্বাদ; কিম্ উ—কি আর বলার আছে; অন্যৎ—অন্য প্রকার জড় সুখ; অর্পিত—প্রদান; ভয়ম্—ভয়; ভ্রুবঃ—ভ্রূ; উন্নয়ৈঃ—উত্তোলনের দ্বারা; তে—আপনার; যে—সেই ভক্তগণ; অঙ্গ—হে পরমেশ্বর ভগবান; ত্বৎ—আপনার; অঙ্ঘ্রি—পদকমল; শরণাঃ—যারা আশ্রয় গ্রহণ করেছে; ভবতঃ—আপনার; কথায়াঃ—মহিমা বর্ণনা; কীর্তন্য—কীর্তনের যোগ্য; তীর্থ—পবিত্র; যশসঃ—মহিমা; কুশলাঃ—অত্যন্ত নিপুণ; রস-জ্ঞাঃ—রস-তত্ত্ববিৎ।

অনুবাদ

যে সমস্ত ব্যক্তি অত্যন্ত নিপুণ এবং সব কিছু যথাযথভাবে বুঝতে সক্ষম, সবচাইতে বুদ্ধিমান সেই সব ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবানের কীর্তনীয় ও শ্রবণীয় মঙ্গলময় লীলাসমূহ শ্রবণে প্রবৃত্ত হন। এই প্রকার ব্যক্তিরা মুক্তির মতো সর্বশ্রেষ্ঠ জড়জাগতিক অনুগ্রহকেও গ্রাহ্য করেন না। অতএব অপেক্ষাকৃত কম মহত্ত্বপূর্ণ স্বর্গ-সুখের কথা কি আর বলার আছে?

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তেরা যে চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করেন তা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জড় সুখভোগ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জড় জগতের অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ নামক চতুর্বর্গের উপভোগে প্রবৃত্ত থাকে। তারা সাধারণত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে জড়জাগতিক কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য ধার্মিক

জীবন অবলম্বন করতে পছন্দ করে। সেই প্রক্রিয়ার দ্বারা যখন তারা অধিক থেকে অধিক ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টায় বিভ্রান্ত হয় অথবা নিরাশ হয়, তখন তারা পরমেশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, এবং তাদের ধারণায় সেটিই হচ্ছে মুক্তি। পাঁচ প্রকার মুক্তি রয়েছে, এবং তাদের মধ্যে সবচাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ মুক্তি হচ্ছে সাযুজ্য, বা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া। ভক্তেরা কখনও এই প্রকার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না, কেননা তাঁরা হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান। এমনকি তাঁরা অন্য চার প্রকার মুক্তি, যথা—ভগবানের সঙ্গে একই লোকে বাস, তাঁর পার্ষদরূপে সান্নিধ্য লাভ, তাঁর মতো ঐশ্বর্য লাভ, এবং তাঁর মতো রূপ প্রাপ্তি—এর কোনটিই তাঁরা গ্রহণ করতে চান না। তাঁরা কেবল পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর মঙ্গলময় কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করতে চান। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে শ্রবণম্ কীর্তনম্ । যে সমস্ত শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করার মাধ্যমে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন, তাঁরা কোন প্রকার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। এমনকি ভগবান যদি তাঁদের সেই পঞ্চ প্রকার মুক্তি দানও করেন, তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেন, যে কথা শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা স্বর্গলোকে স্বর্গসুখ উপভোগ করার অভিলাষ করে, কিন্তু ভক্তেরা তৎক্ষণাৎ এই প্রকার জড় সুখভোগ প্রত্যাখ্যান করেন। ভগবদ্ভক্ত এমনকি ইন্দ্র-পদের জন্যও পরোয়া করেন না। ভগবদ্ভক্ত জানেন যে, জড় সুখভোগের যে কোন পদই কালের প্রভাবে কোন না কোন সময় ধ্বংস হবে। এমনকি কেউ যদি ইন্দ্র, চন্দ্র অথবা অন্য কোন দেবতার পদও প্রাপ্ত হন, কালের কোন স্তরে তা অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে। ভক্ত কখনই এই প্রকার অনিত্য সুখের প্রতি আগ্রহী হন না। বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, কখনও কখনও ইন্দ্র এবং ব্রহ্মারও অধঃপতন হয়, কিন্তু ভগবানের চিন্ময় ধাম থেকে ভগবদ্ভক্তের কখনও অধঃপতন হয় না। ভগবানের দিব্য লীলাসমূহ শ্রবণ করার মাধ্যমে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদনের এই অপ্রাকৃত স্থিতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও অনুমোদন করে গেছেন। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আলোচনা করছিলেন, তখন পারমার্থিক উপলব্ধি সম্বন্ধে রামানন্দ রায় বিবিধ প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সবগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে একটিকে গ্রহণ করেছিলেন, এবং সেইটি হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা। এই পন্থাটি সকলেরই গ্রহণীয়, বিশেষ করে এই যুগে। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে ভগবানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রবণ করা। সেটিই মনুষ্যজাতির পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্লোক ৪৯

কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নঃ স্তা-
চ্চেতোঽলিবদ্‌যদি নু তে পদয়ো রমেত ।
বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্‌যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ
পূর্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ ॥ ৪৯ ॥

কামম্—যথেষ্ট; ভবঃ—জন্ম; স্ব-বৃজিনৈঃ—আমাদের পাপপূর্ণ কার্যকলাপের দ্বারা; নিরয়েষু—নিম্ন যোনিতে; নঃ—আমাদের; স্তাৎ—হোক; চেতঃ—মন; অলি-বৎ—ভ্রমরসদৃশ; যদি—যদি; নু—হতে পারে; তে—আপনার; পদয়োঃ—আপনার চরণারবিন্দে; রমেত—রত; বাচঃ—বচন; চ—এবং; নঃ—আমাদের; তুলসী-বৎ—তুলসীপত্রের মতো; যদি—যদি; তে—আপনার; অঙ্ঘ্রি—আপনার শ্রীপাদপদ্মে; শোভাঃ—সৌন্দর্যমণ্ডিত; পূর্যেত—পূরণ করা হয়; তে—আপনার; গুণ-গণৈঃ—চিন্ময় গুণাবলীর দ্বারা; যদি—যদি; কর্ণ-রন্ধ্রঃ—কর্ণ-বিবর।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনার কাছে আমরা প্রার্থনা করি যে, আমাদের হৃদয় এবং মন যেন সর্বদা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত থাকে, তুলসীদল যেমন আপনার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত হওয়ার ফলে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে, তেমনই আমাদের বাণীও যেন আপনার লীলাসমূহ বর্ণনা করার ফলে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়, এবং আমাদের কর্ণ-বিবর যেন আপনার অপ্রাকৃত গুণাবলীর কীর্তনে সর্বদা পূর্ণ থাকে, তাহলে যে কোন নারকীয় পরিস্থিতিতে আমাদের জন্ম হোক না কেন, তাতে কোন ক্ষতি নেই।

তাৎপর্য

চার জন ঋষি এখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁদের বিনম্র প্রার্থনা নিবেদন করছেন। ক্রোধের বশীভূত হয়ে ভগবানের অন্য দুই জন ভক্তকে অভিশাপ দেওয়ার ফলে তারা এখন অনুতপ্ত। জয় এবং বিজয়—এই দুই দ্বারপাল বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে তাঁদের বাধা দিয়েছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই অপরাধ করেছিলেন, কিন্তু সেই চার জন ঋষি ছিলেন বৈষ্ণব, এবং তাই ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অভিশাপ দেওয়া তাঁদের উচিত হয়নি। এই ঘটনার পর, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবানের ভক্তদের অভিশাপ দিয়ে তাঁরা ভুল করেছিলেন, এবং

তাই তাঁরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, নারকীয় জীবনেও যেন তাঁদের চিত্ত ভগবান শ্রীনারায়ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবা থেকে বিচলিত না হয়। ভগবদ্ভক্ত জীবনের কোন অবস্থাতেই ভয়ভীত হন না, যদি তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিরন্তর যুক্ত থাকতে পারেন। যাঁরা *নারায়ণ-পর* বা নারায়ণের ভক্ত, তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *ন কুতশ্চন বিভ্যতি* (ভাঃ ৬/১৭/২৮)। তাঁরা নরকে যেতেও ভয় পান না, কেননা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকার ফলে, তাঁদের কাছে স্বর্গ ও নরক উভয়ই সমান। জড় জগতে স্বর্গ ও নরক উভয়ই এক, কেননা উভয় স্থানই জড়; এবং উভয় স্থানেই ভগবানের সেবা-বৃত্তি নেই। তাই, যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা কখনও স্বর্গ ও নরকের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করেন না। জড়বাদীরাই কেবল একটি থেকে অন্যটিকে অধিক পছন্দ করে।

এই চার জন ভক্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, ভক্তদের অভিশাপ দেওয়ার ফলে যদিও তাঁদের হয়তো নরকে যেতে হতে পারে, তবুও তাঁরা যেন ভগবানের সেবা করার কথা ভুলে না যান। ভগবানের চিন্ময় প্রেমময়ী সেবা তিনভাবে সম্পাদন করা যায়—দেহের দ্বারা, মনের দ্বারা এবং বাক্যের দ্বারা। এখানে ঋষিগণ প্রার্থনা করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তনে তাঁদের বাণী যেন সর্বদাই নিযুক্ত থাকে। কেউ আলঙ্কারিক ভাষায় খুব সুন্দরভাবে কথা বলতে পারেন, অথবা কেউ ব্যাকরণের দ্বারা শুদ্ধ এবং সুনিয়ন্ত্রিত বাণীর প্রয়োগে দক্ষ হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের সেই বাণী যদি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত না হয়, তাহলে তার কোন মাধুর্য এবং প্রকৃত উপযোগিতা থাকে না। এখানে তুলসীপত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। তুলসীপত্র ঔষধি ও বীজাণুনাশকরূপেও অত্যন্ত উপযোগী। তুলসীপত্রকে পবিত্র বলে মনে করা হয় এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তা অর্পণ করা হয়। তুলসীপত্রের অসংখ্য গুণ রয়েছে, কিন্তু, তা যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করা না হত, তাহলে তুলসীর খুব একটা মূল্য অথবা মহত্ত্ব থাকত না। তেমনই, আলঙ্কারিক এবং বৈয়াকরণিক দৃষ্টিতে কেউ হয়তো খুব সুন্দর ভাষণ দিতে পারেন, যা জড়বাদী শ্রোতাদের দ্বারা প্রশংসিত হতে পারে, কিন্তু বাণী যদি ভগবানের সেবায় নিবেদিত না হয়, তাহলে তা অর্থহীন। কর্ণ-বিবর অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং তা যে কোন নগণ্য শব্দের দ্বারা পূর্ণ হতে পারে, তাহলে ভগবানের মহিমার মতো মহান শব্দ-তরঙ্গ তা গ্রহণ করবে কি করে? তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, কর্ণ-রন্ধ্র আকাশের মতো। আকাশকে যেমন কখনও পূরণ করা যায় না, তেমনই কর্ণের এমন একটি গুণ রয়েছে যে, বিভিন্ন প্রকার শব্দ-তরঙ্গ তাতে ঢালা হলেও, তা আরও শব্দ-তরঙ্গ গ্রহণ করতে সক্ষম। ভগবদ্ভক্ত

নরকে যেতে ভয় পান না যদি নিরন্তর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার সুযোগ থাকে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্ত্তন করার এইটি লাভ। যে কোন পরিস্থিতিতেই মানুষকে রাখা হোক না কেন, ভগবান তাকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন। জীবনের যে কোন অবস্থায় মানুষ যদি এই মহামন্ত্র কীর্তন করে, তাহলে সে কখনও অসুখী হবে না।

শ্লোক ৫০

প্রাদুশ্চকর্থ যদিদং পুরুহূত রূপং
তেনেশ নির্বৃতিমবাপুরলং দৃশো নঃ ।
তস্মা ইদং ভগবতে নম ইদ্বিধেম
যোঽনাত্মনাং দুরুদয়ো ভগবান্ প্রতীতঃ ॥ ৫০ ॥

প্রাদুশ্চকর্থ—আপনি প্রকাশ করেছেন; যৎ—যা; ইদম্—এই; পুরুহূত—হে বিপুলভাবে পূজিত; রূপম্—নিত্য রূপ; তেন—সেই রূপের দ্বারা; ঈশ—হে ভগবান; নির্বৃতিম্—তৃপ্তি; অবাপুঃ—লাভ করেছেন; অলম্—পর্যাপ্ত; দৃশঃ—দৃষ্টি; নঃ—আমাদের; তস্মৈ—তাঁকে; ইদম্—এই; ভগবতে—পরমেশ্বর ভগবানকে; নমঃ—প্রণাম; ইৎ—কেবল; বিধেম—আমাদের অর্পণ করতে দেওয়া হোক; যঃ—যিনি; অনাত্মনাম্—যারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন; দুরুদয়ঃ—যাঁকে দেখা যায় না; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; প্রতীতঃ—তাঁকে আমরা দর্শন করেছি।

অনুবাদ

হে প্রভু। তাই আমরা আপনার শাশ্বত ভগবৎ স্বরূপকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যা আপনি অত্যন্ত কৃপাপূর্বক আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করেছেন। ভাগ্যহীন, মন্দ-বুদ্ধি ব্যক্তিরা আপনার অপ্রাকৃত নিত্য স্বরূপ দর্শন করতে পারে না, কিন্তু সেই রূপ দর্শন করে আমাদের মন এবং নেত্র পরম তৃপ্তি অনুভব করেছে।

তাৎপর্য

চার জন ঋষি তাঁদের পারমার্থিক জীবনের শুরুতে নির্বিশেষবাদী ছিলেন, কিন্তু পরে, তাঁদের পিতা এবং গুরু ব্রহ্মার কৃপায় ভগবানের নিত্য, চিন্ময়স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁরা

অবগত হয়েছিলেন এবং পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং অন্তর্যামী পরমাত্মার অন্বেষণ করে যে সমস্ত পরমার্থবাদী, তারা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত নয়, এবং তাদের অন্য আরও কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকে। তাদের মন সন্তুষ্ট হলেও, পারমার্থিক বিচারে তাদের নেত্র তৃপ্ত নয়। কিন্তু, সেই সমস্ত ব্যক্তিরা যখনই পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করেন, তখনই তাঁরা সর্বতোভাবে তৃপ্ত হয়ে যান। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তাঁরা ভগবানের ভক্তে পরিণত হন এবং নিরন্তর ভগবানের রূপ দর্শন করতে চান। ব্রহ্মসংহিতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা যাঁদের চক্ষু রঞ্জিত হয়েছে, তাঁরা নিরন্তর ভগবানের শাশ্বত স্বরূপ দর্শন করেন। এই সম্পর্কে *অনাত্মনাম্*, এই বিশেষ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এবং তার অর্থ হচ্ছে যাদের মন ও ইন্দ্রিয়ের উপর কোন রকম নিয়ন্ত্রণ নেই, তাই তারা কেবল অনুমান করে এবং ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। এই প্রকার ব্যক্তিরা ভগবানের শাশ্বত স্বরূপ দর্শন করার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। নির্বিশেষবাদী এবং তথাকথিত যোগীদের কাছ থেকে ভগবান সর্বদা যোগমায়ার যবনিকার আড়ালে নিজেকে গোপন করে রাখেন। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে বিরাজ করছিলেন, তখন যদিও সকলেই তাঁকে দর্শন করেছিল, তবুও নির্বিশেষবাদী এবং তথাকথিত যোগীরা তাঁকে দর্শন করতে পারেনি, কেননা তারা ভক্তিরূপ দৃষ্টি-শক্তি থেকে বঞ্চিত ছিল। নির্বিশেষবাদী এবং তথাকথিত যোগীদের মতে, ভগবানের যদিও কোন বিশেষ রূপ নেই, তবুও তিনি যখন মায়ার সংস্পর্শে আসেন, তখন তিনি কোন বিশেষ রূপ ধারণ করেন। নির্বিশেষবাদী এবং তথাকথিত যোগীদের এই ধারণাটি পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপ দর্শন থেকে তাদের বঞ্চিত করে। তাই, ভগবান সর্বদাই এই প্রকার অভক্তদের দৃষ্টি-শক্তির অতীত। চারজন ঋষি ভগবানের প্রতি এতই কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিলেন যে, তাঁরা তাঁকে বার বার তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'ভগবদ্ধামের বর্ণনা' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।